NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ মানবসেবার আদর্শেই মঠ-মিশন ও সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে

উগাণ্ডাকে নিয়ে ছেলেখেলা করে জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৮

কলকাতা ১০ জুন ২০২৪ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৫৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.6.2024, Vol.17, Issue No. 358 8 Pages, Price 3.00

নমোর মন্ত্রীরা

রাজনাথ সিং
অমিত শাহ
এস জয়শংকর
নির্মলা সীতারমন
নীতিন গডকড়ি
শিবরাজ সিং চৌহান
জেপি নাড্ডা
জি কিষেণ রেড্ডি
মনসুখ মাণ্ডব্য
হরদীপ সিং পুরী
কিরেণ রিজিজু
অন্নপূর্ণা দেবী
রাজীবরঞ্জন সিং
চিরাগ পাসওয়ান
সি আর পাতিল
গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত
ভূপেন্দ্র যাদব
জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া
অশ্বিনী বৈষ্ণব
গিরিরাজ সিং
জুয়াল ওঁরাও
প্রহ্লাদ জোশি
রামমোহন নায়ডু
বীরেন্দ্র কুমার
সর্বানন্দ সোনওয়াল
জিতনরাম মাঝি
ধর্মেন্দ্র প্রধান
পীযূষ গোয়েল
এইচ ডি কুমারস্বামী
মনোহরলাল খাট্টার
শান্তনু ঠাকুর
সুকান্ত মজুমদার
বি এস বর্মা
কীর্তিবর্ধন সিং
শোভা করন্দলজে
এসপি সিংহ বঘেল
চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি
ভি সোমান্না
অনুপ্রিয়া পটেল
নিত্যানন্দ রাই
রামনাথ ঠাকুর
রামদাস অঠওয়ালে
কিসান পাল
পঙ্কজ চৌধরি
শ্রীপদ নায়েক
জিতিন প্রসাদ
জয়ন্ত চৌধরি
পিজি জাদভ
অর্জুনরাম মেঘাওয়াল
জিতেন্দ্র সিং
রাও ইন্দ্রজিৎ সিং
সুরেশ গোপী
অজয় টামটা
এল মুরুগান
সঞ্জয় শেঠ
বি এল বর্মা
বান্ডি সঞ্জয় কুমার
কমলেশ পাসওয়ান
ভগীরথ চৌধুরী
সতীশ কুমার দুবে
রনভীত সিং বিট্টু
দুর্গাদাস উইকে
রক্ষা খাডসে
সাবিত্রী ঠাকুর
তোখন সাহু
রাজভূষণ চৌধুরী
হর্ষ মালহোত্রা
নিমুবেন জয়ন্তীভাই বম্ভানিয়া
মুরলীধর মোহল
জর্জ কুরিয়ান
পবিত্র মার্গারিটা

মঙ্গলবার মন্ত্রিত্ব বণ্টনের সম্ভাবনা

অক্ষয় তৃতীয়া

মোদি, মোদি, মোদি

নয়াদিল্লি, ৯ জুন: তৃতীয়াতেও অক্ষয় মোদিত্ব। লোকসভায় মোদির বিপর্যয়ের পরও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের জৌলুসে কমতি হয়নি। রবিবাসীয় সন্ধ্যায় রাইসিনা হিলসে চাঁদের হাটে শপথই বলে দিল এখনও ক্যারিশ্মা অক্ষয়ই রয়েছে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদির। শপথের আসরে কিং খান থেকে আদানি-আম্বানি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ৭টি দেশের প্রধানরা।

এদিন সন্ধে ৭.১৫ নাগাদ তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছন নরেন্দ্র মোদি। তাঁর পরনে সাদা কুর্তা-পাজামা। সঙ্গে নীল জহর কোট। সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ শপথ গ্রহণ শুরু করেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে মোদি বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করবেন।

সন্ধে সাতটাতেই রাইসিনা হিলসে তারকার সমাবেশ। শাহরুখ খান থেকে অক্ষয় কুমারসহ বলিউডের একঝাঁক তারকার সমাবেশ ছিল। এই প্রথমবার মোদির শপথে হাজির ছিলেন কিং খান। এছাড়াও বলি অভিনেতা বিক্রান্ত মাসে, পরিচালক রাজকুমার হিরানিও ছিলেন। তার আগেই সন্ধে ৬.৩০ সাত দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হাজির হন মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে। এদিন আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জু, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিংহে, নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল (প্রচণ্ড), ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে, মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ যুগনাথ, সেশেলসের ভাইস প্রেসিডেন্ট আহমেদ আফিফ।

এর পরই সন্ধে ৬.৪৫ নাগাদই মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির হন শিল্পপতি গৌতম আদানি, মুকেশ আম্বানিরা। অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ইন্ডিয়া জোটের একমাত্র প্রতিনিধি কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও উপস্থিত হন। যদিও তৃণমূলের তরফে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা হয়। তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়ে পূর্বসূরি জওহরলাল নেহরুর নজির ছুঁয়ে ফেলেন। শপথগ্রহণ উপলক্ষে সেজে ওঠে রাইসিনা হিলস। তাঁর সঙ্গেই শপথ নেন মন্ত্রীরা। এবার একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গড়তে এনডিএ-র শরিক দলগুলির ওপরে অনেকাংশে নির্ভর করতে হচ্ছে বিজেপিকে।

মঙ্গলবারই মোদির মন্ত্রিসভায় কে কোন দায়িত্ব পেল তা ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, অর্থ, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক হাতছাড়া করবেন না মোদি। অন্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলি শরিক দল চন্দ্রবাবু নায়ডুর টিডিপি, নীতীশ কুমারের জেডিইউ, এইচডি দেবগৌড়ার জেডিএস, চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (আর), একনাথ শিন্ডের শিবসেনা এবং জয়ন্ত চৌধরির আরএলডি-র মধ্যে বণ্টন করা হতে পারে বলে খবর। রবিবার নিজের সাত লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে এনডিএ-র বেশ কয়েকজন সাংসদকে চায়ে পে চর্চায় আমন্ত্রণ জানান মোদি।

বঙ্গ পেল দুই মন্ত্রী, সুকান্তর পদে কে?

শান্তনু ঠাকুর

সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটে বিপর্যয়ের পরেই বঙ্গে বিজেপির সভাপতি পদে বদল নিয়ে জল্পনা শোনা যাচ্ছিল ইতিউতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভায় সুকান্ত মজুমদারের ঠাঁই পাওয়ার পরই পরিষ্কার হয়ে গেল বঙ্গ বিজেপির সভাপতি পদে রদবদল হতে চলেছে। এদিকে, অনেক নাম ঘোরাফেরা করলেও, মোদির মন্ত্রিসভায় শেষপর্যন্ত শিঁকে ছিঁড়ল শান্তনু ঠাকুর ও সুকান্ত মজুমদারের। বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত কেন্দ্রে মন্ত্রী হলেন ফলে এবার বিজেপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁকে রাজ্য সভাপতির পদ ছাড়তে হবে। আর বঙ্গ বিজেপির সভাপতির দৌড়ে ইতিমধ্যেই অনেক নাম ঘোরাফেরা করছে মুরলীধর সেন লেনে। তার মধ্যে রয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষও। লোকসভা ভোটে রাজ্যজুড়ে বিজেপির বিপর্যয়ের পরও নিজের জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের দু'টি আসনেই মোদি ব্রিগেডকে জয় এনে দিয়েছেন শুভেন্দু। তাই অমিত শাহ-জেপি নড্ডারা তাঁকে বেছে নিতে পারেন বলে দলের একাংশের অনুমান। তবে এবারের লোকসভা ভোটে বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনে হেরে গেলেও দিলীপের নেতৃত্বেই ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বাংলায় সবচেয়ে বেশি পদ্ম ফুটেছিল। ফলে তাঁর নামও বিজেপি হাইকম্যান্ডের বিবেচনায় রয়েছে বলে জল্পনা। এছাড়া, শোনা যাচ্ছে পুরুলিয়ার দু'বারের সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো এবং সদ্যপ্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের নাম। রাজ্য বিজেপির পাঁচ সাধারণ সম্পাদকের অন্যতম জ্যোতির্ময় কুড়মি জনগোষ্ঠীর নেতা। তিনি নিজে জিতলেও, এবারের লোকসভা ভোটে রাঢ় বাংলায় বিজেপির কুড়মি ভোটব্যাঙ্ক প্রায় ফাঁকা। ফলে কুড়মি সমাজকে বার্তা দিতে জ্যোতির্ময়ের ওপর রাজ্য সংগঠনের দায়িত্ব দিতে পারে বিজেপি। হুগলি লোকসভা হাতছাড়া হলেও, লকেট রাজ্য বিজেপির অন্যতম মহিলা মুখ। শুভেন্দু শিবিরের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ভালো। সুকান্তের পাশাপাশি রাজ্য বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি পদেও রদবদল হতে পারে বলে রাজ্য বিজেপির সদর দপ্তর সূত্রে খবর। বর্তমান সভাপতি ইন্দ্রলীন খাঁকে সরিয়ে বিষ্ণুপুরের তিনবারের সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। শুভেন্দু রাজ্য সভাপতির দায়িত্বে এলে বিজেপির পরিষদীয় দলেও রদবদল হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে পরবর্তী বিরোধী দলনেতা হিসেবে শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এগিয়ে রয়েছেন বলে. খবর। মাদারিহাটের বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিগ্গা বর্তমানে বিজেপি পরিষদীয় দলের চিফ হুইপ। কিন্তু তিনি এবার আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হওয়ায় বিধায়ক পদ ছাড়তে হবে তাঁকে। পরবর্তী চিফ হুইপ হওয়ার দৌড়ে আসানসোলের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের নাম রয়েছে বলে খবর। তবে দলের অন্য একটি সূত্রের খবর, শুভেন্দুকে রাজ্য সভাপতি হলে দিলীপকে বিরোধী দলনেতা করার কথাও নাকি চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে মেদিনীপুর বিধানসভা থেকে উপনির্বাচনে প্রার্থী হবেন তিনি। তৃণমূলের জুন মালিয়া মেদিনীপুর লোকসভা থেকে জেতায় বিধায়ক পদে ইস্তফা দিতে হবে তাঁকে।

জেলাশাসক বদল

পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক কে সরিয়ে দিল রাজ্য সরকার। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে জয়শী দাশগুপ্তকে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পদে বসানো হয়েছিল। তাঁকে কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক কে হবেন তা জানা যায়নি।

ফের এফআইআর

নিউটাউনে রেস্তরাঁ মালিককে মারধরের ঘটনায় এবার তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হল টেকনো সিটি থানায়। এরপরই শনিবার রাতে রেস্তরাঁর মালিক আনিসুল আলম ও ম্যানেজার দীপঙ্কর ঘোষ-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ দায়ের করলেন তৃণমূল বিধায়ক সোহম।

সোনার দোকানে ডাকাতি, শুটআউট অ্যাট রানিগঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: ফের দিনে দুপুরে রানিগঞ্জের সোনার দোকানে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় ব্যবসায়ী মহলে। চলে ডাকাত দলের সঙ্গে পুলিশের গুলির লড়াই, পুলিশের গুলিতে এক দুষ্কৃতী আহত হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ডাকাতি রুখতে পুলিশ বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি চারচাকা গাড়িতেও গুলি লাগে বলে জানা যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রানিগঞ্জের ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে দিনেদুপুরে একটি নাম করা সোনার দোকানে ঘটে এই চাঞ্চল্যকর ডাকাতির ঘটনা। এদিন দুপুর ১২.১৫ নাগাদ ৮ সদস্যের ডাকাত দল অত্যাধুনিক সব আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সোনার দোকানের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রক্ষীর বন্দুক কেড়ে নিয়ে দোকানের ভেতরে ঢুকে দোকানের মধ্যে থাকা সমস্ত কর্মী ও ক্রেতাদের বন্দুকের নিশানায় রেখে ১০-১৫ মিনিট ধরে লুঠপাঠ চালায় বলে অভিযোগ। ডাকাতির ঘটনা বুঝতে পেরে বাইরে থাকা পুলিশ ডাকাত দলের কয়েকজনের উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়তে থাকলে পালটা ডাকাত দলের পক্ষ থেকেও লাগাতার গুলি ছোড়া হয়। এই ঘটনায় দীর্ঘক্ষণ ধরে এলাকার আশপাশে গুলির লড়াই চলতে থাকে। পুলিশ দ্রুত সক্রিয় হয়ে ডাকাতদের উদ্দেশ্যে গুলি করতে থাকায় ডাকাত দলের একজন এই ঘটনায় আহত হয়। যদিও পুলিশের সক্রিয়তায় ডাকাত দল দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনায় দোকানের মধ্যে থাকা আনুমানিক কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না ডাকাত দল লুঠ করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় বলেই জানা গিয়েছে। তবে ডাকাত দল ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় কাউকেই এখনও পর্যন্ত ধরা যায়নি। ডাকাত দলের ৮ জন যুবক হিন্দি ভাষি ও তাদের বয়স ২২, ২৫ বছরের মধ্যেই বলে প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার পর নিরাপত্তারক্ষীর আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় ডাকাত দল। যদিও মুহূর্তে এই ডাকাতির খবর ছড়িয়ে পড়ায় আশপাশের হাজারো মানুষ জড়ো হন রানিগঞ্জের এই অঞ্চলে।

পুলিশ সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহের জন্য ওই দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত ঘটনা জানে। এই ঘটনার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এই ডাকাত দলের কাউকে ধরা যায় কিনা এ বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, পুলিশের পিসি পার্টির নজরদারি সক্রিয় থাকায় ডাকাত দল এই

ডাকাতির ঘটনার সময় ব্যাপক ভাবে বেগ পেয়েছে। তবে দিনেদুপুরে এ ধরনের ডাকাতির ঘটনায় ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে রানিগঞ্জের বাজার এলাকায় ও ব্যবসায়ী মহলে। ওই সোনার দোকানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, 'ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের সদস্যরা নিরাপদে আছেন। পুলিশ ও কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে। পুরুলিয়া ও রানাঘাটে যা হয়েছিল, এখানেও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। তাই প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ দুষ্কৃতীরা ধরা পড়ুক আর ব্যবসা ও নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।' এদিনই আসানসোলের সালানপুর থানার অন্তর্গত ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে এথোড়া ওভার ব্রিজের ওপর আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে এক ব্যক্তিকে ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে। জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল সাতটা নাগাদ শেখ উসমান নামে এক ব্যক্তি নিজের বাইকে করে নিরসা থেকে চন্দ্রচূড়ের কাছে এক ইটভাটায় কাজে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় এথোড়া ওভার ব্রিজের ওপর তিনজন ছিনতাইকারী একটি বাইকে করে তাঁকে ধাওয়া করে শেখ উসমানের বাইকটি দাঁড় করান। তারপর বাইকের চাবি কেড়ে নেয় ও মোবাইল ফোনটিও কেড়ে নেয়। শেখ উসমান অভিযোগ করেন, ছিনতাইকারীরা তাঁকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখায় ও হাওয়াতে এক রাউন্ড গুলি চালায়। ছিনতাইকারীরা তাঁর বাইক ও মোবাইল নিয়ে চম্পট দেয়। ঘটনার অভিযোগ করা হয় সালানপুর থানায়। সালানপুর থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ আসানসোল দক্ষিণ থানার মহিশীলা কলোনির চক্রবর্তী মোড়ে চার দুষ্কৃতী ওই পথ দিয়ে যাওয়া একটি চারচাকা গাড়ি হাইজ্যাক করে এবং এই সময় দুষ্কৃতীর গুলিতে ওই গাড়ির মালিক সহ এক স্থানীয় বাসিন্দা গুলিবিদ্ধ হন। দুর্গাপুরের বামনআড়ার বাসিন্দা নয়ন দত্ত (৩০) নামে যুবকের বাঁ পায়ে দুষ্কৃতীদের ছোড়া একটি গুলি লাগে। ওই যুবক বর্তমানে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। এই ছিনতাইয়ের ঘটনা আটকাতে গেলে এলাকার এক বাসিন্দাকেও লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি করে। অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পান। একটা গুলি তাঁর ডান হাত ছুঁয়ে চলে গিয়েছে বলে জানা যায়। তারও আসানসোল জেলা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়েছে।

শিয়ালদা স্টেশনে প্রবল দুর্ভোগে যাত্রীরা। কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করল যাত্রীরা, কখনও টাইম বোর্ডে ফুটে উঠল জিরো ডিজিট, কখনও আবার অনুসন্ধান অফিসে যাত্রীদের সঙ্গে সিআরপিএফ জওয়ানদের বচসা। দিনভর চলল হয়রানি।

দিলীপ-লকেটের পর এবার সমাজমাধ্যমে সরব স্বপন দাশগুপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: একের পর এক ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে বঙ্গ গেরুয়া শিবিরে। এবার মুখ খুললেন বিজেপি নেতা স্বপন দাশগুপ্ত। 'আত্মসমালোচনার' সুর সোশ্যাল মিডিয়ায়। উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের প্রচারে ঝড় তুলে দফায় দফায় বঙ্গে দাপিয়েছেন মোদী, অমিত শাহ। একা মোদীই করেছেন ২৪ জনসভা। তবে শেষ ফল উঠে এল বিজেপির খাতায় এসেছে ১২টি আসন। অতএব ঘাসফুল ঝড়ে ধরাশায়ী হয়েছে পদ্ম ব্রিগেড। যা নিয়ে বিজেপির অন্দরে বারবার চাপানউতোর দেখা যাচ্ছে।

ভোটের আবহে গোটা বাংলার গেরুয়া শিবিরকে চাঙ্গা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। প্রচুর পরিশ্রম করে কর্মীদের উৎসাহ জুগিয়েছিলেন শুভেন্দু-দিলীপ-সুকান্তরা। কিন্তু, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের রেজাল্টের মতো হয়নি। ২০১৯ এর লোকসভায় বঙ্গ বিজেপির খাতায় এসেছিল ১৮টি আসন। এবার এক ধাক্কায় ৬ আসন কমে গিয়েছে। ময়নাতদন্ত শুরু হয়েছে দলীয় স্তরে। তৃণমূলের কাছে পরাস্ত হতে হয়েছে দিলীপ ঘোষের মতো দাপুটে নেতাকে। হেরেছেন লকেট, অগ্নিমিত্রা পলও। এবার তাঁদের রেশ ধরে আত্মসমালোচনার সুর শোনা গেল বিজেপির প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদের গলায়।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে তারকেশ্বর বিধানসভায় দাঁড়িয়ে হেরেছিলেন স্বপন। যদিও তিনি দিল্লির নেতাদের কাছে ভালই গুরুত্ব পান বলে অনেকে মনে করেন। তবে বঙ্গ বিজেপির মধ্যে যখন দিলীপ ঘোষ সহ একাধিক নেতা নাম না করে খারাপ ফল নিয়ে কাঠগড়ায় তুলেছেন শুভেন্দু অধিকারীদের। এমন সময় স্বপন দাশগুপ্তের সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধরণের পোস্ট যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনীতির মহল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ ই জুন। সোমবার ২৭ শে জ্যৈষ্ঠ। চতুর্থী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একবার চিন্তা ভাবনা শুরু করতে হবে। বড় ভাবে লগ্নি করার আগে প্রিয়জনের সাথে আলোচনা করা শুভ। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এমন কোন প্রিয় বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে আলোচনা করে দৃঢ় পদক্ষেপ নিন। হর হরি বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজকের দিনটি শুভ। পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সমাজে প্রতিবেশীর দ্বারা সুনাম প্রাপ্তি সম্ভব। কর্মের অন্বেষণে যে সমস্ত অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা রয়েছে। তারা ভগবান শ্রী গণেশের গণেশ সুত্রম্ পাঠ কর নিশ্চিত শুভ ফল পাবে। বৃষ রাশির প্রবীণ নাগরিকেরা ব্যাধি এবং হাড়ের সমস্যায় পড়বেন। পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি সম্ভব নিজ গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালিয়ে হরি ওম বলো। নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে অশান্তির বিষয়। পরিচিত গুপ্ত শত্রু দ্বারা নানাবিধ চক্রান্ত। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। কর্মপ্রার্থীদের জন্য শুভ। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন তাদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর। নারকেল সহ ভগবান শিবের পূজা করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে। ছোট ভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। জলভ্রমণে না যাওয়াই ভালো। প্রতিবেশী যিনি একসময় আপনার উপকার নিয়েছিলেন আজ তার দ্বারা কোন গুপ্ত চক্রান্ত হতে পারে। বেতনভোগ কর্মচারীদের জন্য শুভ হলেও, অফিসে কোন ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদের সম্ভাবনা। আঞ্চলিক কোন রাজনৈতিক নেতার কাছ থেকে অসম্মানিত হওয়ার যোগ। সতর্কতা শুভ। নারকেলসহ দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করুন শুভ হবে নিশ্চিত।

সিংহ রাশি : আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। পারিবারিক আনন্দ ছোট ভ্রমণ, পরিবারের ঘনিষ্ঠ স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি এবং বন্ধুবান্ধব সমাজে আপনার নিজস্ব পরিচিতির জন্য আপনি আজ এক সম্মানীয় মানুষ। ফোন কল ফ্যাক্স মোবাইল ফোন দ্বারা নতুন কোন সংবাদ আপনার আনন্দবৃদ্ধি করবে। ব্যবসায়ীদের জন্য সুখবর। বিশেষত যারা ভেরি জমি বাড়ি বাস্তু র কাজ করেন। শ্রী গনেশের পূজো আপনার জন্য আজ শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজকের দিনটা তাড়াহুড়ো করা যাবে না। আজকের দিন ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে। আজকের দিনটি সচেতন থাকতে হবে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বড় লগ্নি আজকে করবেন না। সংবাদপত্র মিডিয়া ইউটিউ বারস যারা, তাদের জন্য আজ শুভ শুভ মিশ্রিত দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন।

তুলা রাশি : সচেতন থাকতে হবে গুপ্ত শত্রু থেকে। প্রতিবেশী স্বজন আত্মীয় সকলেই চাইবে আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করতে কিন্তু তার মধ্যেও কোন ছল থাকতে পারে। সচেতন হতে হবে কোন শব্দ বলার আগে একবার সঠিকভাবে ভেবে নিতে হবে। শব্দ চয়ন না করলে আজ কথার দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি হবে। বস্ত্র ব্যবসায়ী যারা তাদের আজ শুভ দিন। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য আজ শুভ দিন। সন্তানের যে বিষয়ে সমস্যা ছিল আজ সেটা মিটে যাবে । বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান এবং হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে প্রবীন সদস্যকে নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যের শরীর ব্যাধি দ্বারা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার দিন। পুরাতন কোন বন্ধু বা বান্ধবীর সহযোগিতা পাবেন। তবে যারা পুলিশ প্রশাসনের কাজ করছেন তাদের সচেতন থাকতে হবে। ঊর্ধ্বতন কর্মচারী থেকে খুব একটা সম্মান প্রাপ্তি যোগ নেই ।বিদ্যা যোগ শুভ। বিবাহ কল্পে কথা এগোতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গনেশের পুজো করুন নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন।

ধনু রাশি : সমাজে আজ আপনার সম্মান প্রাপ্তির দিন । প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পুরাতন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায় যারা বড় লগ্নি করবেন আজ শুভ চিন্তা করুন। পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা আপনার সহযোগী আছে। তবে গুপ্ত শত্রু থাকবে সচেতন থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : জল তরল পদার্থ লৌহ কেমিক্যাল এর ব্যবসা যারা করবেন, তাদের আজ শুভ দিন। বাড়ির কোন ভাড়াটিয়া বিষয় দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পূর্বে ভাড়াটিয়া যে মানুষ থাকবেন তার সচিত্র প্রমাণ সংগ্রহ করে তবেই ওই কাজে এগোবেন। জমি বাড়ি বাস্তু বিষয় শুভ হলেও একটু দুশ্চিন্তা থাকবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের একটু সচেতন থাকতে হবে আজকের দিনটির জন্য বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ একটু সচেতন থাকতে হবে। পুরাতন বান্ধবের বেশে শত্রুর ছলনাময় রূপকে চিনতে পারবেন। বেতনভোগ কর্মী যারা তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে হারিয়ে যাওয়া কোনো নথিপত্র র বিষয় জবাবদিহি করতে হতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে গণেশের পূজা করুন ভালো হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন জল তরল পদার্থ দুধের ব্যবসা যারা করেন তাদের জন্য অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। দু তিন দিনের ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। তবে জল ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ বিশেষত যারা বাস্তু জমি বাড়ি বিষয় কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পঞ্চ প্রদীপ জেলে দেবী দুর্গা মায়ের আরাধনা।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সমুদ্র সাথী প্রকল্পের আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের সমুদ্র সাথী প্রকল্পের জন্য আবেদনের সময়সীমা বাড়ছে। ১৫ই জুলাই পর্যন্ত ওই প্রকল্পের জন্য আবেদন করা যাবে বলে রাজ্যের মৎস্য দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি জারি থাকার কারণে বহু মানুষ ওই প্রকল্পের জন্য আবেদন জানাতে পারেননি। যা নিয়ে প্রকাশ্য জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কেননা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের জন্য চালু হওয়া ওই প্রকল্পের জন্য আবেদন খুবই কম পড়েছে। এই অবস্থায় গত আড়াই মাস ধরে ভোট প্রক্রিয়া চলায় সমুদ্রসাথী প্রকল্পে আবেদনের পোর্টাল বন্ধ ছিল। তাই ওই প্রকল্পের জন্য নতুন করে কেউ আবেদনও জানাতে পারেননি। ভোট মিটতেই আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহার করে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহার হতেই মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন সমুদ্রসাথী প্রকল্পের জন্য আবেদনের সময়সীমা যেন ১৫ জুলাই অবধি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই মোতাবেক সমুদ্রসাথী প্রকল্পে আবেদনের মেয়াদ বাড়ানোর নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। আবেদনপত্র নেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হলে সেসব স্ক্রুটিনি করে উপভোক্তা তালিকা তৈরি হবে। তারপর তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া শুরু হবে।

পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসককে সরানো হল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসককে সরিয়ে দিল রাজ্য সরকার। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে জয়শী দাশগুপ্তকে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পদে বসানো হয়েছিল। তাঁকে কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। তবে তার জায়গায় পূর্ব মেদিনীপুরের নতুন জেলা শাসক কে হবেন সে কথা এখনো জানা যায়নি। উল্লেখ্য ১৬ মার্চ, লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন। তার পর থেকেই দেশজুড়ে আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ হয়ে যায়। তার পর পরই রাজ্যের ডিজিপি রাজীব কুমার ও চার জেলাশাসককে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। একসঙ্গে এই রাজ্যের ৪ জেলাশাসককে বদলি করা হয়। এর মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক ছিলেন তনভির আফজল। ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক ছিলেন সুনীল আগরওয়াল। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক ছিলেন বিধান রায় এবং বীরভূমের জেলাশাসক ছিলেন পূর্ণেন্দু কুমার মাজি। সেই সময়েই পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক হলেন জয়শী দাশগুপ্ত। ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক করা হয় মৌমিতা গোদারা বসুকে। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক হন কে রাধিকা আইয়ার এবং বীরভূমের জেলাশাসক করা হয় শশাঙ্ক শেঠি। কমিশনের যুক্তি ছিল ওই আধিকারিকরা ওই আধিকারিক ডব্লিউবিসিএস ক্যাডারের। জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নবান্ন সূত্রে খবর ওই চার জেলার পুরনো জেলা শাসকদেরই নিজেদের পদে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এদিনের এই পদক্ষেপ সেই প্রক্রিয়ারই অঙ্গ বলে মনে করা হচ্ছে।

আইএমএ-এর সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার আইএমএ-এর ৩৪ তম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হল খিদিরপুর শাখার ওবেরয় গ্র্যান্ড হোটেলে। সভার উদ্বোধন করেন বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা। এদিন প্রধান অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ডক্টর আবুল কাশেম মোল্লা ও ডাক্তার দিলীপ দত্ত। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ চিকিৎসক শান্তনু সেন, চিকিৎসক স্বপন ঘোষ, চিকিৎসক সাকিল আক্তার, চিকিৎসক এম এন হক, চিকিৎসক সঞ্জয় গুপ্তা সহ কমবেশি ২০০ জন চিকিৎসক।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে মোদির তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীত্বের শপথ গ্রহণ উপলক্ষ্যে উৎসব পালন বিজেপি কর্মীদের

প্রকাশিত হল বাংলার মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার আলোক প্রকাশনীর উদ্যোগে আলোক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা 'বাংলার মেলা' প্রকাশিত হল কলেজ স্কোয়ারের বিদ্যাসাগর মূর্তির পাশে। এবারের পত্রিকায় স্থান পেয়েছে বাংলার চেনা অচেনা হরেকরকম মেলার সন্ধান। নবীন প্রবীন লেখক-লেখিকার কলমে সেজে উঠেছে বাংলার মেলা। পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ, লেখক-সম্পাদক অগ্নিশ্বর সরকার, প্রদীপ কুমার দে, কাকলী ভট্টাচার্য মৈত্র, সর্বাণী জুঁই, তরুন লেখক নিলেশ নন্দী ছাড়াও আরও অনেক তরুণ লেখক লেখিকা। উপস্থিত ছিলেন আলোক প্রকাশনীর কর্ণধার সুদীপ ওম ঘোষ ও পত্রিকার প্রধান সম্পাদিকা ও আলোক প্রকাশনীর মুখ্য উপদেষ্টা, বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী মানসী রায় চট্টোপাধ্যায়। কলেজ স্ট্রিটের বিভিন্ন দোকানে পত্রিকাটি পাওয়া যাচ্ছে। সংরক্ষণযোগ্য আলোক পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটিকে 'বাংলার মেলা' সংকলন বলাই শ্রেয়।

ইএম বাইপাসে নিকাশির কাজ শুরুর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোট মিটই থমকে যাওয়া কাজে গতি আনতে উদ্যোগী কলকাতা পুরসভা। বর্ষার আগে এবার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন (ইএম) বাইপাসে নিকাশির আটকে থাকা কাজ শুরু করার কথা জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ৩২ কিমি দীর্ঘ এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল কলকাতা কেএমডিএ এর হাতে। গত বছর প্রশাসনিক ভাবে এই রাস্তার দায়িত্বভার চলে যায় কলকাতা পুরসভার হাতে। এবার এই নিকাশি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে পুরসভা। এ প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'নির্বাচনের জন্য ইএম বাইপাসে কাজ শুরু করা যায়নি। এবার সেখানে নিকাশির কাজ শুরু করা হবে। গাড়ি যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সে কথা মাথায় রেখেই কাজ শুরু হবে।'

অনেকদিন ধরেই এই রাস্তা নিয়ে অভিযোগ সামনে আসছে। রাস্তার দু পাশে বসবাসকারী বাসিন্দা বা ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির কর্তৃপক্ষ নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন। একাধিকবার তাঁরা স্থানীয় পুর প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তবে তৎকালীন ইএম বাইপাস ছিল কেএমডিএ-র অধীনে। তাই অভিযোগ পেলেও নিকাশি নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারেনি কলকাতা পুরসভা। এবার পরিকল্পনা রূপায়ণের আগেই লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে যায়। নির্বাচন কমিশনের তরফে কলকাতা পুরসভাকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ভোট পরিচালনার কাজে ইএম বাইপাস দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী আধিকারিক ও রাজনীতিকদের যাতায়াত চলবে। সে কথা মাথায় রেখেই নিকাশির কাজ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয কলকাতা পুরসভা। অবশেষে মঙ্গলবার ভোটের ফলাফল প্রকাশে পর এই কাজ শুরু করার উদ্যোগ শুরু হয়।

হেরে গিয়েও যাদবপুরবাসীদের পাশে থাকার বার্তা, খোলা চিঠি সৃজনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মানুষের দরবারে যেন সাড়াই পাচ্ছে না বামেরা! বিধানসভার পর এবার লোকসভা নির্বাচনেও শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছে বামেদের। যাদবপুর লোকসভার আসনের বাম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য অনেক আশা জাগিয়েও শেষে সায়নী ঘোষের কাছে পরাজিত হয়েছেন। নির্বাচনে কেনও বারবার এমন ফলাফল হচ্ছে তা নিয়ে দলীয় স্তরে চুল চেরা বিশ্লেষণ চলছে। এরই মাঝে খোলা চিঠি দিলেন যাদবপুরের সিপিআইএম প্রার্থী। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি লিখেছেন, 'হেরেছি। তবে, হাল ছাড়িনি। খুব কঠিন লড়াইতে, ময়দানে থাকতে এসেছি। জিততে শিখতে এসেছি। এখানে কোনও শর্টকার্ট নেই। ইউ-টার্ন তো একেবারেই নেই। রুদ্র মহম্মদ শহীদুল্লাহর কবিতার মতো , আর যাই হোক, পলাতক নই'।

সৃজন আরও লিখেছেন, 'যাদবপুর লোকসভার অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা আছে। তার মধ্যে ৬টি বিধানসভায় ২০২১ সালের তুলনায় সামান্য হলেও ভোট বেড়েছে আমাদের। ভাঙড় বিধানসভা এলাকায় আলাদা লড়ে সিপিআইএম এবং আইএসএফ, দুজনেরই ভোট কমেছে। যে ২ লাখ ৫৮ হাজার ৭৩২ জন সহনাগরিক ভোট দিলেন আমাদের, তাঁদের ধন্যবাদ। যাঁরা ভোট দিলেন না, তাঁদেরও ভরসার যোগ্য হয়ে উঠতে চেষ্টা করব আগামী দিনে। আমি এই ভোটের ফলাফলকে রাজনৈতিক পরাজয় হিসেবেই দেখব।' তাঁর আরও সংযোজন, 'এখান থেকেই নতুন উদ্যমের উপাদানও খুঁজতে চাইব। আমরা এই ভোটের প্রচারপর্ব জুড়ে রুজি-রুটি-কাজের ইস্যুগুলিকে সামনে এনে তৃণমূল-বিজেপি'র প্রচলিত তরজার বাইরে এক বিকল্প ভাষ্য গঠনের চেষ্টা করেছি। নির্বাচনের ফল বলছে, ধ্বংসাত্মক বিজেপি কমলো দেশজুড়ে, রাজ্যজুড়েও। এটা আমাদের পক্ষে অবশ্যই উৎসাহের । তৃণমূল-বিরোধী মানুষের কাছে বিকল্প শক্তি হয়ে ওঠার প্রয়াস আমাদের জারি থাকবে।' সৃজনের দাবি,'২০২৬ এর ভোটের আগে আবার ভাঙতে হবে তৃণমূল-বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক বাইনারি। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলতে হবে জীবন-জীবিকার কথা। এই নির্বাচনে কংগ্রেস কর্মীরা আমাদের সাহায্য করেছেন।' রাজনীতির সাথে যুক্ত নন, এমন অনেক মানুষও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সৃজন।

তাঁর কথায়, 'এই ৭৭ দিন ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য এক বিপুল শিক্ষণীয় জার্নি হয়ে থেকেছে। এত মানুষের ভালবাসা, স্নেহ ও পরামর্শ পেয়েছি, যা আমার সারাজীবনের পাথেয় হয়ে থাকল। যাদবপুরের যে কোনো মানুষ, তাঁর প্রয়োজনে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা আছি। আমরা থাকব। ইউ-টার্ন নেব না!' লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর বহু প্রার্থীই কখনও বিভিন্ন কারণ দর্শিয়েছেন বা শুধুই অজুহাত সামনে এনেছেন। কেউ এভাবে এখনও প্রকাশ্যে খোলা চিঠি দেননি। সেখানে সৃজনের এই মুক্ত চিঠি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কাছে একরকম দৃষ্টান্ত হিসেবে রয়ে গেল বলে মনে করছে রাজনৈকি মহল।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১০ জুন ২০২৪ ২৬ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ সোমবার

৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রথম ছাড়ল বারো কামরার লোকাল

শিয়ালদার প্রভাব পড়ল হাওড়া শাখার ট্রেন চলাচলে

ৗনিজস্ব প্রতিবেদন: কাজ অনেকটাই সম্পন্ন হয়েছে। রবিবার বেলা দুপুরে ১২ কামরার শান্তিপুর-শিয়ালদা লোকাল ট্রেন প্রবেশ করল শিয়ালদা পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। একইসঙ্গে শান্তিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রেনটি। পূর্ব রেল সূত্রে খবর, এদিন পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হয় ১২ কামরার ওই লোকাল। জুলাই মাস থেকে শিয়ালদা মেন এবং উত্তর শাখায় ১২ কামরার ট্রেন চলাচল শুরু হবে। তাই শিয়ালদা স্টেশনের এক থেকে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে সম্প্রসারণের কাজ শুরু করে ভারতীয় পূর্ব রেল বিভাগ। তার জেরেই গত শুক্রবার থেকে বিঘ্নিত হয় রেল পরিষেবা। বিপাকে পড়তে হয় যাত্রীরা।

সপ্তাহের প্রথম দিন সোমবার থেকেই যাতে আরও মসৃন হতে পারে পরিষেবা সেই প্রয়াসই নেওয়া হয়েছে বলে পূর্ব রেল সূত্রের খবর।

উল্লেখ্য, শিয়ালদা মেন লাইনে ১২ কোচের ইএমইউ ট্রেন চালানোর জন্য কিছু পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের অতি আবশ্যিকতায় গত শুক্রবার থেকে রবিবার দুপুর দুটো পর্যন্ত শিয়ালদা স্টেশনের ১ নম্বর থেকে ৫ নম্বর প্লাটফর্ম পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় পূর্ব রেল। তবে নির্দিষ্ট সময়ে দু'ঘণ্টা আগেই সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে কাজ। ফলে রবিবার দুপুর বারোটা থেকে শিয়ালদা মেন লাইনে ১ থেকে ৫ নম্বর প্রত্যেকটি প্লাটফর্মে ইএমিউ ট্রেন পরিচালনা শুরু হয়েছে। এই কর্মযজ্ঞে পূর্ব রেলের স্টাফ ও অফিসার মিলিয়ে প্রায় ৪০০ জন কর্মী দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন বলেই সময়ের আগে কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে পূর্ব রেলের আধিকারিকরা। রবিবার ১ থেকে ৫ নম্বর প্রত্যেকটি প্লাটফর্মে ট্রেন পরিচালনা শুরু হলেও, কোনও কোনও ট্রেনের যাত্রাপথ বিলম্বিত হয়। যদিও সোমবার থেকে ট্রেন পরিষেবা সম্পূর্ন স্বাভাবিক হবে বলেই পূর্ব রেলের দাবি।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, '৪৪৯ রুটকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ও নতুন দ্বৈত ইন্টারলকিং ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে যাত্রী পরিষেবা আরও উন্নত হবে। ট্রেন পরিষেবা যা বন্ধ ছিল, তা তুলে দেওয়া হল। যাত্রীরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। রবিবার থেকে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

অন্যদিকে, শিয়ালদা বিভাগে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হলেও, ওই কাজের জন্য হাওড়া শাখায় প্রভাব পড়ে। সমস্যায় পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের। রবিবার এমনিতেই ট্রেন কম চলে। তারমধ্যে বাতিল বেশকিছু ট্রেন। এই নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। এর জেরে যাত্রীরা বিক্ষোভও দেখান।

রেল সূত্রে খবর, শিয়ালদা বিভাগে কাজের জন্য দিঘা যাতায়াতকারী ট্রেনের সময়ের পরিবর্তন করা হয়েছে। হাওড়া শাখায় বেশকিছু ট্রেনের সময় পরিবর্তন হয়। দিঘা-হাওড়া তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেসের দিঘা ছাড়ার কথা ছিল সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটের পরিবর্তে দুপুর ২টো ২০মিনিটে ছাড়ে। হাওড়া-দিঘা কান্ডারি এক্সপ্রেস হাওড়া ছাড়ার কথা রবিবার ২টো ২৫ মিনিটে। পরিবর্তে সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে ছাড়ে। দিঘা-হাওড়া কান্ডারি এক্সপ্রেসের রবিবার দিঘা থেকে ছাড়ার কথা সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিটে। তা ছাড়ে রাত ১০টা ১০ মিনিটে। অপরদিকে, আজিমগঞ্জ-হাওড়া স্পেশাল আজিমগঞ্জ থেকে ছাড়ার কথা ছিল রবিবার বিকেল ৪টে ৪০ মিনিটে। সেটি ছাড়ে বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে। হাওড়া-তারকেশ্বর লোকালের রবিবার সকালে হাওড়া থেকে ৯টা ৫ মিনিটে ছাড়ার কথা ছিল। সেটি ছেড়েছে ৯টা ৩০ মিনিটে। হাওড়া-জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেসও প্রায় ২০ মিনিট দেরিতে চলছে।

হাওড়া ডিভিশনে রবিবার বেশকিছু ট্রেন বাতিলও করা হয়। রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ব্যান্ডেল থেকে তিনটি (৩৭৭৪৯, ৩৭২৪০, ৩৭২৪২), কাটোয়া থেকে একটি (৩৭৭৪৮), হাওড়া থেকে তিনটি (৩৭২২৭, ৩৭২২৯, ৩৭৩১৫), তারকেশ্বর থেকে একটি (৩৭৩২৬) ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, ট্রেনের লাইন, সিগন্যাল এবং ওভারহেড তারের সংস্কারের কারণে হাওড়া ডিভিশনের তিনটি শাখায় সকাল ৯টা ৫ মিনিট থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত থাকছে ট্রেন চলাচল। হাওড়া-ব্যান্ডেল, হাওড়া-বর্ধমান এবং খানা-গুমানি শাখায় চলছে এই কাজ। সেখানে বিঘ্নিত ট্রেন পরিষেবা।

পূর্ব রেল সূত্রে খবর, ৭ জুন রাত থেকে কাজ শুরু হয়। নির্ধারিত সময়ের ২ ঘণ্টা আগে কাজ শেষ হয়েছে প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের। শিয়ালদহে ট্রেন চলাচল এখন স্বাভাবিক হচ্ছে। সিগন্যাল, ওভারহেড, ইন্টারলকিং সব কাজ শেষ হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে।

ট্রেন বাতিল হওয়ায় বিপাকে যাত্রীরা। ট্রেন পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ উঠল। ব্যান্ডেল থেকে শেষ লোকাল ছেড়েছে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। পরের ট্রেন এসেছে ১১টা ৪০ মিনিটে। ফলে দীর্ঘ ক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে যাত্রীদের।

শনিবার রাতে শিয়ালদা থেকে বহু ট্রেন বাতিল হয়েছে। শয়ে শয়ে যাত্রীকে শিয়ালদা স্টেশনেই রাত কাটাতে হয়েছে। রবিবার সকালেও পরিস্থিতি বদলায়নি। ফলে তাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন শিয়ালদা স্টেশনে।

যদিও শিয়ালদা স্টেশন থেকে মেন, উত্তর এবং দক্ষিণ শাখায় লোকাল ট্রেন চলে। এর মধ্যে মেন এবং উত্তর শাখার ট্রেন ১ থেকে ১৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে। ১৫ থেকে ২১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে দক্ষিণ শাখার ট্রেন। প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের কাজের প্রভাব দক্ষিণ শাখায় পড়েনি। সেখানে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক আছে। কিন্তু মেন ও উত্তর শাখায় পরিষেবায় বদল আনা হয়েছে।

সিয়ামের বয়ান অনুসারে তল্লাশি, বাগজোলা খালে মিলল মানব হাড়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিআইডির হাতে নেপাল থেকে গ্রেফতার হয়েছে পদ্মাপারের সাংসদ খুনের ঘটনায় অন্যতম মূল অভিযুক্ত সিয়াম হোসেন। এরপর থেকে তাকে দফায় দফায় জেরা করে অবশেষে সাফল্য পেলেন রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের তদন্তকারী আধিকারিকেরা। সূত্রে খবর, সিয়ামের বয়ান অনুসারে বাগজোলা খালে তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া গেল মানব দেহের হাড়। তদন্তকারী দলের অনুমান, হাড়টি বাংলাদেশের মৃত সাংসদের। উল্লেখ্য, এর আগে গ্রেফতার হাওয়া জিয়াদ যে জায়গার কথা বলেছিল, তার থেকে ভিন্ন জায়গার কথা বলেছে সিয়াম। সেই জায়গাতেই এদিন তল্লাশি চালানো হয়। তাতেই মিলল সাফল্য।

এদিকে শুক্রবার গ্রেফতারির পর থেকেই সিয়ামকে দফায় দফায় জেরা হয়। এরপর রবিবার অভিযুক্ত সিয়ামকে নিয়ে বাগজোলা খালে তল্লাশিতে যায় সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী দল। ডাকা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও নৌসেনাকেও। এদিকে সিয়ামকে জেরা করে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু তথ্য এসেছে তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে। সেই সূত্র ধরেই ভাঙড়ের কৃষ্ণমাটি এলাকায় বাগজোলা খালের একটি অংশকে চিহ্নিত করেন সিআইডির অফিসাররা। সেই মতো রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় তল্লাশি। কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও নৌসেনার যৌথ তল্লাশিতেই মিলল সাফল্য। বাগজোলা খালের থেকে পাওয়া গেল হাড়ের অংশ।

এদিকে সিআইডির তরফেও জানানো হয়েছে, সিয়াম হোসেনের বয়ানের ভিত্তিতে উত্তর কাশীপুর এলাকায় খালের থেকে হাড় পাওয়া গিয়েছে। যেটা বাংলাদেশের মৃত সাংসদের বলে অনুমান করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, এর আগে মাংসপিণ্ড উদ্ধার হলেও সেগুলি মানুষের মাংস কিনা তার জন্য ফরেনসিকের রিপোর্টের অপেক্ষা করতে হচ্ছিল তদন্তকারীদের। কিন্তু রবিবার হাড় উদ্ধার হওয়ায় সেগুলি দিয়েই ডিএনএ পরীক্ষার কাজ সহজ হবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের জন্য খুব শীঘ্রই সাংসদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ মে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে খুন করা হয় বাংলাদেশের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম আনারকে। তদন্তকারীরা জানতে পারেন,খুনের পর শরীরের ছাল ছাড়িয়ে হাড় মাংস আলাদা করা হয়েছিল। তারপর মাংসের টুকরো কমোডে ফেলে ফ্ল্যাশ করে দেওয়া হয়েছিল। পরে ট্রলি ব্যাগ ভোরে হাড়ের টুকরো বাগজোলা খালে এলে ফেলে দেয় কসাই জিহাদ ও সিয়াম। জিহাদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে লাগাতার তল্লাশি চালালেও এতদিনে কিছুই পাওয়া যায়নি। সাহায্য নেওয়া হয় নৌ সেনারও। শনিবার বনগাঁ সীমান্ত থেকে ধরা পড়ে সিয়াম হোসেন। খুনের পর নেপাল পালিয়ে গিয়েছিল সে। রবিবার সকালে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে তল্লাশি চালানো হয় আর তাতেই উদ্ধার হয় হাড়। বাংলাদেশের বাসিন্দা সিয়াম ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার। মূল চক্রী আক্তারুজ্জামানের কাছে কাজ করত সে। তার যে রিসর্ট রয়েছে বাংলাদেশ সেগুলো দেখভালের দায়িত্ব ছিল সিয়ামের উপর । মাসিক ৫০ হাজার টাকা বেতন ছিল। সিয়ামই জিহাদকে মুম্বই থেকে কলকাতাতে নিয়ে এসেছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। এর আগে নিউটাউনের ওই আবাসনের সেফটি ট্যাঙ্ক থেকে প্রায় ৪ কেজি ওজনের নর মাংসের খোঁজ পেয়েছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা।

ফিরহাদের কটাক্ষের পালটা অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃতীয়বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে মোদীজির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার সময় কলকাতা বিমান বন্দরে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হামিকের মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। ফিরহাদ বলেছিলেন, 'বিজেপি যতই লাফাক নিট ফল শূন্য।' পাশাপাশি তিনি মোদীজীর শপথ গ্রহণকে 'টেম্পোরারি' বলেও কটাক্ষ করেছিলেন। রবিবার কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে অর্জুনের পাল্টা কটাক্ষ, ' উনি থাকবেন কি থাকবেন না জানা নেই। কিন্তু মোদীজী থাকবেন। উনি কবে ভেতরে যাবেন, সেটা নিয়ে চিন্তা করুন। আমাদের নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।' ভোটের ফলাফল নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'জোর করে ভোট করানো হয়েছে। গণনায় কারচুপি করা হয়েছে। পয়সার বিনিময়ে অবজারভাররা বিক্রি হয়ে গেছেন।' প্রসঙ্গত, বঙ্গে গেরুয়া শিবিরের একাংশ নেতা দাবি করছেন দলের কৌশলগত ভুলের কারণে খারাপ ফল হয়েছে। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, তিনি এটা বিশ্বাস করেন না। দলের কর্মীরা যথেষ্ট কাজ করেছে। যারা এটা বলছেন, সেটা জনসমক্ষে না বলাই ভালো। তাছাড়া নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও সারা বাংলার মানুষ স্পষ্টভাবে দেখেছে। সেটা নিয়ে বলা হোক। দলের মধ্যে দলের কথা বলা হোক।

তীব্র গরম দক্ষিণে। এ

ছবি: অদিতি সাহা

উত্তরে স্বস্তি, পুড়ছে দক্ষিণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরে স্বস্তির বৃষ্টি, দক্ষিণে দহন জ্বালায় পুড়ছে মানুষ। উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল আবহাওয়া দফতর। এবার আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে জারি হল কমলা সতর্কতা।

পূর্বভাস মতোই রবিবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়িতে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়। প্রবল বৃষ্টির জেরে সমস্যায় পড়েন ক্রেতা থেকে বিক্রেতা।

অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের তাপপ্রবাহ জারি। গুমোট গরমে হাসফাস অবস্থা দক্ষিণবঙ্গবাসীর। অস্বস্তি অব্যাহত দক্ষিণে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সপ্তাহ শেষে গরম আরও বাড়বে। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান ও বীরভূমে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়ায় তাপপ্রবাহ চলবে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও অস্বস্তিকর গরম বজায় থাকবে।

মুখের গঠনগত সমস্যায় আর আটকাবে না বিয়ে !

শুভাশিস বিশ্বাস

কারও দাঁত উঁচু তো কারও চোয়ালের হাড়ে সমস্যা থাকায় বিয়ে যাচ্ছে ভেস্তে। এমন ঘটনা আকছার ঘটতে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের নানা রাজ্যে। এই সমস্যা শুধু যে মেয়েদের তা কিন্তু নয়, ছেলেরাও এই সমস্যার শিকার হচ্ছেন। ফলে মানসিক অবসাদে ভুগছেন বহু বিবাহযোগ্যা কন্যা। এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় অনেকে আবার বেছে নিচ্ছেন আত্মহননের রাস্তাও। তবে এখন চিকিৎসা শাস্ত্র যে উচ্চতায় পৌঁছেছে তাতে এই সব সমস্যা সমাধান করা যাচ্ছে সহজেই, অন্তত এমনটাই জানালেন ওরাল এবং ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জন ডাঃ অনির্বাণ সেনগুপ্ত। তবে এই ধরনের সমস্যা সমাধান করতে গেলে সার্জারি যে অবশ্যই প্রয়োজন তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। তবে এই সার্জারির কথা শুনলে ভয় পেয়ে যান অনেকেই। এ প্রসঙ্গেও ডাঃ সেনগুপ্ত জানান, রক্তপাতের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ, লেজার সার্জারিতে রক্তপাতের প্রশ্ন নেই। আর এই সার্জারি কেমন হয়েছে তা বুঝতে দীর্ঘকাল অপেক্ষাও করতে হবে না। ঘণ্টা পাঁচ থেকে ছয়ের মধ্যে চেহারার এতটাই পরিবর্তন করে দেওয়া সম্ভব, যা চিন্তার বাইরে। সার্জারি শধবন্ধে আমজনতার আরও একটি আতঙ্কের দিক হল সেলায়ের দাগ থেকে যাওয়া। এখানেও ডাঃ সেনগুপ্ত আশ্বাস জুগিয়েছেন যে কোনও ধরনের দাগ থাকবে না মুখে এবং এই অপারেশনের পর সার্বিকভাবে মুখমণ্ডলের যে পরিবর্তন আসে তাতে সৌন্দর্য বাড়ে বৈ কমে না। ডাঃ সেনগুপ্ত এই প্রসঙ্গে আরও জানান, তিরনি সবসময়ই মনে করেন, জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। ফলে এমন কোনও সমস্যা থাকলে তা সমাধান করা আশু কর্তব্য বলেও মনে করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে ডাঃ সেনগুপ্ত এও জানাতে ভোলেননি, কলকাতায় এই লেজারের সাহায্যে এমন অস্ত্রোপচার কলকাতায় প্রথম। আর এই অস্ত্রোপচারের কথা ভারতে উচ্চপ্রশংসা পাওয়ায় ভিন রাজ্য থেকেও রোগীরা পা রাখছেন এই রাজ্যে।

ডাঃ অনির্বাণ সেনগুপ্ত

এই প্রসঙ্গে ডাঃ সেনগুপ্ত আরও জানান, দাঁত উঁচু থাকলে তা ক্লিপ লাগিয়ে সেট করার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময় তুলে ফেলা হয় দাঁতও। তবে ক্লিপ লাগানোর ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। দুর্গন্ধ হয় মুখে। সেক্ষেত্রে এই লেজার অপারেশনে সে সব সমস্যায় পড়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। সামগ্রিক প্রক্রিয়াটাই অনেক হ্যাসল ফ্রি।

এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে চলে আসে হায়দরাবাদের পোখলা লক্ষ্মীদেবীর কথা। হায়দরাবাদের প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রমানা রেড্ডির কন্যা তিনি। পেশায় বি.টেক ইঞ্জিনিয়ার। মা সরস্বতীর আশীর্বাদধন্যা হলেও তাঁর বিয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল তাঁর সামনের চারটি দাঁত। এর জন্য চিকিৎসক যে তিনি দেখাননি তাও নয়। তবে প্রথাগত চিকিৎসা অনুসারে তাঁকে প্রাথমিকভাবে ক্লিপ ব্যবহার করার কথা বলাও হয়। তবে তাতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ফলে বিয়েও যাচ্ছিল আটকে। অতঃপর তিনি শরনাপন্ন হন ডাঃ সেনগুপ্তর। এরপর লেজার সার্জারির পর শুধু দাঁত যে ঠিক হয় তাই নয়, চেহারার পরিবর্তন ঘটে প্রায় ১৮০ ডিগ্রি। এর মধ্যে সবথেকে খুশির খবর এটাই যে, এই অপারেশনের পর বিয়ে নিয়েও পাকা কথাও হয়ে গেছে। একটি মেয়ের জীবনে খুশির ছোঁয়া লেগেছে ডাঃ সেনগুপ্ত-র হাতযশে, এর থেকে আর ভাল খবর আর কিই বা হতে পারে।

মেটিয়াবুরুজে লক্ষাধিক টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার রাস্তায় ফের দুষ্কৃতীর দাপট। ট্যাক্সি থামিয়ে লক্ষাধিক টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল মেটিয়াবুরুজে। বিপাকে পড়তে হয় এক কাপড় ব্যবসায়ীকে।

অভিযোগ, ২ লাখ ৫ হাজার টাকা লুঠ করে পালায় একদল দুষ্কৃতী। বিহারের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি পেশায় কাপড় ব্যবসায়ী। নাম রামকুমার রায়। পুলিস সূত্রে খবর, ব্যবসায়িক সূত্রেই গতকাল মেটিয়াবুরুজ হাটে যাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময়েই মাঝ রাস্তায় একদল দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকায়। মেটিয়াবুরুজ থানায় অভিযোগ জানান ওই ব্যবসায়ী। সেই অভিযোগের ভিত্তি তদন্তে নামে পুলিশ। ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ছিনতাই হওয়া টাকার একটি অংশও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

১ লাখ ২ হাজার ৫০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে খবর। ৫০০ টাকার ২০৫টি নোট উদ্ধার হয়েছে। তবে এখনও এক অভিযুক্তের খোঁজ মেলেনি।

জানা গিয়েছে, শনিবার বিহার থেকে আসার পর হাওড়া স্টেশন থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলেন রামকুমার রায় নামে ওই ব্যবসায়ী। তাঁর সঙ্গে চার বন্ধু ছিলেন। অভিযোগ, মাঝরাস্তায় মেটিয়াবুরুজের আকরা রোডে ন্যাশনাল আই কেয়ারের কাছে চার দুষ্কৃতী ট্যাক্সির পথ আটকায়। প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকে, গাড়ি থেকে নেমে আসতে বলে। সেই দেখে ভয়ে ওই ব্যবসায়ীর চার বন্ধু কোনওক্রমে পালিয়ে যান। শেষে দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়েন রামকুমার। তাঁর থেকে টাকা-পয়সা সব হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় ছিনতাইবাজরা। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ফারহাদ জামান আনসারি, ফৈজম আহমেদ, মহম্মদ সাহিল ও বাদশা নামে চারজনকে শনাক্ত করে। সেই মতো অভিযান চালিয়ে মেটিয়াবুরুজের কারবালা লেন এলাকা থেকে ফারহাদকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার থেকে বাজেয়াপ্ত হয় ছিনতাইয়ের মোটা অঙ্কের টাকা। এরপর তদন্ত চালিয়ে রবিবার ফৈজান ও সাহিলকেও গ্রেফতার করে পুলিশ। অন্য অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

যাঁরা পরীক্ষায় না বসে অন্য ভাবে চাকরি পেয়েছেন, তাঁরা ‘অযোগ্য’ নয়, তাঁরা ‘চোর’

কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ যোগ্য এবং অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা পৃথক করে দেওয়ার জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে বারে বারে অনুরোধ করেছিল। তাঁরা অক্ষমতা প্রকাশ করায়, নিরুপায় হয়েই দুই বিচারপতি যোগ্যদেরও বরখাস্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে সুদ-সমেত টাকা ফেরতের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র অযোগ্যদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, বলা হয়েছিল। সবাইকে টাকা ফেরত দিতে হত না। প্যানেলের বাইরে থেকে যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে, আর যাঁরা ফাঁকা ওএমআর শিট জমা দিয়েও নিয়োগপত্র পেয়েছেন, শুধু তাঁদেরই টাকা দিতে হত। ওএমআর শিটে কারচুপি করার অজস্র উদাহরণ প্রকাশ্যে এসেছে। শূন্য, ১, ২ পাওয়া চাকরিপ্রার্থীরা টাকার বিনিময়ে নম্বর বাড়িয়ে শিক্ষকতার মহান পেশায় নিযুক্ত হয়ে বছরের পর বছর সরকারি কোষাগার থেকে জনগণের টাকায় বেতন পেয়ে গেছেন। উল্টো দিকে, অযোগ্য শিক্ষকদের কাছে পাঠ গ্রহণ করার ফলে দিনের পর দিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। এসএসসি কর্তৃপক্ষ অযোগ্যদের বাঁচাতেই গড়িমসির নজিরবিহীন ঘটনা ঘটাল কি না, ভেবে দেখা প্রয়োজন। এমন পরিস্থিতিতে ‘ন্যায়বিচার’ হল না বলে হাই কোর্টকেই দোষারোপ করার অর্থ হয় কি? পরিশেষে বলব, ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় ‘এক জন নিরপরাধ ব্যক্তিও যাতে শাস্তি না পান’, তা নিশ্চিত করার জন্য বিচারপতিরা সচেষ্ট থাকেন বলেই হয়তো কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ ভেবেছিলেন যে, যোগ্যদের সঙ্গে অযোগ্যদের মিলিয়ে দিলে বিচারপতিরা নিরুপায় হয়ে সকলকেই শিক্ষকতার চাকরিতে বহাল রাখার পক্ষে রায় দিতে বাধ্য হবেন। এই মামলার ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। হাই কোর্টের এই রায়ের ফলে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্নীতির পথে পা বাড়াতে দুর্নীতিগ্রস্তরা দ্বিধাগ্রস্ত হন কি না, তা দেখা দরকার। অনেকেই বলছেন, যোগ্যদের বঞ্চিত করা হবে কেন, অযোগ্যদের বাদ দেওয়া হোক। আমার প্রশ্ন, ‘যোগ্য-অযোগ্য’ শব্দের ব্যবহার আসবে কেন? যাঁরা পরীক্ষায় না বসে অন্য ভাবে চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের ‘অযোগ্য’ বলা উচিত নয়। তাঁদের এক কথায় ‘চোর’ বলা উচিত। সেই সঙ্গে তাঁদের যাঁরা চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন, তাঁদের ‘ডাকাত’ বলা উচিত। এই অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। কারণ, এঁরা আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় করে তুলেছেন।

আনন্দকথা

মাস্টার — আজ্ঞা না।
শ্রীরামকৃষ্ণ — তুমি জান? বলরাম বসু?
মাস্টার — যে আজ্ঞা, আমি জিজ্ঞেস করব।
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের সঙ্গে নাটমন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে) — আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তোমার কি বোধ হয়?
মাস্টার চুপি করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন,
“তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে?”
মাস্টার — ‘আনা’ এ-কথা বুঝতে পারছি না; তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখন কোথাও দেখি নাই।
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, হাসিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রকাশ পাড়ুকোন

১৯৫৫ *বিশিষ্ট ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রকাশ পাড়ুকোনের জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আধিকারিক সুন্দর পিচাইয়ের জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মিকা সিংয়ের জন্মদিন।*

দেশ বা জাতি গঠনে মানবসেবার আদর্শেই মঠ-মিশন ও সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে

স্বপনকুমার মণ্ডল

আধুনিক ভোগবাদী সমাজে ‘সেবা’র চেয়ে ‘পরিষেবা’র দড় আপনাতেই মুখর। সেবার করুণা পরিষেবায় নির্মম হয়ে ওঠে। যেখানে ‘ফেলো কড়ি মাখো তেল’ থেকে ‘কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মেলে’, মায় ‘লাখ টাকা দেখলে কাঠের পুতুলও হাঁ করে’র সচলতা চরৈবেতি, সেখানে পরিষেবার মূল্যের কাছে সেবা যতই অমূল্য মনে হোক না কেন, অর্থের প্রাচুর্যে ও গরিমায় তার প্রতি সশ্রদ্ধ চেতনাও বিলুপ্তপ্রায়। আর সেখানেই সব চেয়ে বড় আঘাতটি নেমে আসে। আধুনিক ভোগবাদী জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপভোক্তা (Consumer) করে তোলা বা ভাবার বিষয়টি এতটাই উগ্রতা লাভ করে যেখানে পরিষেবা দিয়েই সেবার মহত্ত্বকে আত্মস্থ করার প্রয়াস সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেন ইচ্ছে করলেই সেবা করা যায়। আসলে অর্থের আধিপত্য সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দাতার বিধাতা হয়ে ওঠাটা সময়ের অপেক্ষামাত্র। ‘জগৎটা কার বশ’-এর প্রশ্নের উত্তর শুধু টাকায় থেমে থাকে না, সেই টাকাই আসলে জগতের বশ হয়ে ওঠে। সেজন্য অর্থের বাজারদরে পরিষেবার মান যেমন বেড়ে চলে, তেমনই তা আভিজাত্য লাভ করে। সেবা হয়ে ওঠে দীন-হীনদের প্রতি সামাজিক মর্যাদাবোধে দান-খয়রাতসর্বস্ব। অথচ অর্থের বিনিময়ে পরিষেবা উৎকর্ষমুখর হয়ে উঠলেও সেবার বুনিয়াদটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। পরিষেবা প্রাপ্তিতে অর্থের প্রয়োজন আর সেবায় আবশ্যক জীবনের পরমার্থ। আধুনিক ভোগসর্বস্ব জীবনবোধেই যেখানে সেবার চেতনা দান-খয়রাতের মধ্যে আবর্তিত থেকে ত্যাগের সুউচ্চ সোপানটি ক্রমশ সুদূরপ্রসারিত মনে হয়, সেখানে পরিষেবার সহজলভ্য আভিজাত্যবোধটি আপনাতেই তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ভোগের হাতছানি যেখানে বিচ্ছিন্নতাবোধকে সক্রিয় করে তোলে, সেখানে সেবার আত্মত্যাগের মহৎ আদর্শটি সমষ্টি-চেতনায় ব্রাত্য মনে হয়। শুধু তাই নয়, যেখানে ‘আপনি বাঁচলে বাপের নাম’-এর অপার মহিমা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বনেদিয়ানাকে উজ্জ্বল করে তোলে, সেখানে সেবার চেয়ে আত্মসেবার সোপানটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠাই দস্তুর। অথচ পরিষেবার স্বার্থপর প্রকৃতিটির সংকীর্ণতাবোধ আমাদের শুধু জনবিচ্ছিন্ন করে তোলেনি, সম্পর্কের বুনিয়াদি চেতনার মাঝে দেওয়াল তুলে দিয়েছে। নার্সিংহোম থেকে বৃদ্ধাশ্রম সবেতেই তার বিস্তার। সম্পর্কের সেই দেওয়াল ভাঙার কাজটি কত মহামানর কত ভাবেই না করতে চেয়েছেন,তার ইয়ত্তা নেই! আমাদের দেশে গৌতমবুদ্ধ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় সব মহৎপ্রাণই নানাভাবে সেই দেওয়ালটি সমূলে উৎপাটনে ব্রতী হয়েছেন। এজন্য তাঁদের সংঘবদ্ধ প্রয়াস শুধু ইতিহাসবন্দিত হয়ে থাকেনি, উৎকর্ষের বনেদিয়ানায় নন্দিতও হয়েছে। সেই ধারায় স্বামী প্রণবানন্দের (১৮৯৬-১৯৪১) প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের সদর্থক প্রয়াসের কথা নানাভাবে উঠে আসে। তাঁর ত্যাগ ও সেবার সেপানে গড়ে তোলা সংঘবদ্ধ মানবকল্যাণের ভূমিকায় উপনীত হওয়ার জন্য প্রথমে সেবা ও পরিষেবার অন্তরায়টি আন্তরিক করে তোলা জরুরি।

মানবসমাজে পরিষেবার দাসত্ব কতভাবেই না বিস্তার লাভ করেছে। ক্রীতদাস, ভূমিদাস থেকে বেতনদাস, দলদাস প্রভৃতি দাসবংশের সমৃদ্ধিলাভ উপচীয়মান। অথচ সেই দাসত্বের হেয় মানসিকতাই আধুনিক ভোগবাদী সমাজে পরিষেবার আভিজাত্যে আত্মগোপন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। শুধু তাই নয়, বিত্তের আভিজাত্যে চিত্তের সংকীর্ণতা নেমে আসে। সেখানে পেশাগত উৎকর্ষে পরিষেবার মানোন্নয়নের নেপথ্যে ভোগবাদী চেতনার বিস্তার সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। যেখানে ভোগের আরতি সুরভিত হয়, সেখানে পরিষেরার বনেদিয়ানা সক্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ভোগের আগ্রাসী চেতনায় চিত্তের পরিসর শুধু সংকীর্ণ হয়ে পড়ে না, সেইসঙ্গে আত্মসর্বস্ব দৈত্যের রূপ লাভ করে। শুধু তাই নয়, পরিষেবার ক্রয়ক্ষমতার মাত্রাধিক্যে যখন সুখানুভূতির ডানা ঝাপটানো স্বাভাবিক মনে হয়, তখন তার সেবার চেতনা বাহুল্য হয়ে ওঠে। ‘চাচা আপন জান বাঁচা’র সক্রিয়তায় ‘আমাকে আমার মতো থাকতে দাও’-এর উৎকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিসরে পরিষেবা আর সেবার পার্থক্যই শুধু নয়, আত্মসেবার আদিমতায় আত্মীয়তাবোধও অন্তর্হিত হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, মানবসেবার নেপথ্যে আত্মসেবার পরিসর বৃদ্ধির পরিকল্পনা বর্তমান। সেখানে ‘বাঁচো আর বাঁচাও’-এর মহৎ আদর্শ আপনাতেই উবে যায়। অথচ পরিষেবার কেতাদুরস্ত চেতনার সংকীর্ণ পরিসরের পাশে সেবার আত্মীয়তা বোধের অপার বিস্তৃতি কতভাবেই না মহৎপ্রাণেরা ব্যক্ত করে গিয়েছেন! অবশ্য সেই ব্যক্ততার পরিসরটি ধর্মীয় আবর্তে আবর্তিত হলেও তার মানবিক আবেদনটি নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে সেই মানবতামুখী চেতনার বিস্তার ধর্মীয় গণ্ডি অতিক্রম করে অত্যন্ত সহজে সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রিস্টান-মুসলমান প্রভৃতির ধর্মীয় প্রাচীর মানবতার আদর্শকে আড়াল করতে পারেনি। সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মভীরু মানুষের কাছে ধর্মের আধারে মানবসেবার বার্তা আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। সেখানে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির জোর অনেক বেশি। একুশ শতকে দাঁড়িয়েও দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গঙ্গাদূষণ প্রতিরোধে নারকেল মাটিয়ে গঙ্গাপূজা করতে হয়। অন্যদিকে ধর্মের দেশ হিসাবে ভারতের গুরুবাদী সমাজে নানাভবে ধর্মীয় আবেদনে মানবসেবার বার্তা বিঘোষিত। সেখানে বুদ্ধদেবের ধর্মবোধের মধ্যে মানবসেবায় সংঘবদ্ধ প্রয়াস বিদ্যমান। অথচ সেকালেও পরিষেবা ও সেবার মধ্যে ব্যবধানটি অত্যন্ত প্রকট ও স্পষ্টবাক্। এবিষয়ে যিনি আমাদের ‘আপন হতে নাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া’লে ‘বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া’র অমৃতপথের দিশারি সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই তাঁর ‘কথা’ (১৯০০) কাব্যের ‘নগরলক্ষ্মী’ কবিতায় তা গল্পের ছলে আলোকপাত করেছেন। পরিষেবার দৈন্য সেবার বদান্যতায় কীভাবে ভেঙে পড়ে, তার পরিচয় কবিতাটিতে উপাদেয় হয়ে উঠেছে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত শ্রাবস্তীপুরের হাহাকার নিরসনে বুদ্ধদেব তাঁর ভক্তদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তাতে রত্নাকর শেঠ, সামন্ত জয়সেন, ধর্মপাল প্রমুখ সমাজের প্রতিপত্তিশালী ধনীদের বিপুল সংখ্যক জনগণের পরিষেবার সীমাবদ্ধতায় অপরাগতার কথা শোনার পর নগণ্যা ভিখারিণীর দায়িত্ব গ্রহণ স্বাভাবিক ভাবেই বিস্ময় উৎপাদন করে। অথচ সেই ভিখারিণী

মানবসমাজে পরিষেবার দাসত্ব কতভাবেই না বিস্তার লাভ করেছে। ক্রীতদাস, ভূমিদাস থেকে বেতনদাস, দলদাস প্রভৃতি দাসবংশের সমৃদ্ধিলাভ উপচীয়মান। অথচ সেই দাসত্বের হেয় মানসিকতাই আধুনিক ভোগবাদী সমাজে পরিষেবার আভিজাত্যে আত্মগোপন করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। শুধু তাই নয়, বিত্তের আভিজাত্যে চিত্তের সংকীর্ণতা নেমে আসে। সেখানে পেশাগত উৎকর্ষে পরিষেবার মানোন্নয়নের নেপথ্যে ভোগবাদী চেতনার বিস্তার সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। যেখানে ভোগের আরতি সুরভিত হয়, সেখানে পরিষেবার বনেদিয়ানা সক্রিয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ভোগের আগ্রাসী চেতনায় চিত্তের পরিসর শুধু সংকীর্ণ হয়ে পড়ে না, সেইসঙ্গে আত্মসর্বস্ব দৈত্যের রূপ লাভ করে। শুধু তাই নয়, পরিষেবার ক্রয়ক্ষমতার মাত্রাধিক্যে যখন সুখানুভূতির ডানা ঝাপটানো স্বাভাবিক মনে হয়, তখন তার সেবার চেতনা বাহুল্য হয়ে ওঠে। ‘চাচা আপন জান বাঁচা’র সক্রিয়তায় ‘আমাকে আমার মতো থাকতে দাও’-এর উৎকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিসরে পরিষেবা আর সেবার পার্থক্যই শুধু নয়, আত্মসেবার আদিমতায় আত্মীয়তাবোধও অন্তর্হিত হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, মানবসেবার নেপথ্যে আত্মসেবার পরিসর বৃদ্ধির পরিকল্পনা বর্তমান। সেখানে ‘বাঁচো আর বাঁচাও’-এর মহৎ আদর্শ আপনাতেই উবে যায়। অথচ পরিষেবার কেতাদুরস্ত চেতনার সংকীর্ণ পরিসরের পাশে সেবার আত্মীয়তা বোধের অপার বিস্তৃতি কতভাবেই না মহৎপ্রাণেরা ব্যক্ত করে গিয়েছেন! অবশ্য সেই ব্যক্ততার পরিসরটি ধর্মীয় আবর্তে আবর্তিত হলেও তার মানবিক আবেদনটি নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে সেই মানবতামুখী চেতনার বিস্তার ধর্মীয় গণ্ডি অতিক্রম করে অত্যন্ত সহজে সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রিস্টান-মুসলমান প্রভৃতির ধর্মীয় প্রাচীর মানবতার আদর্শকে আড়াল করতে পারেনি। সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মভীরু মানুষের কাছে ধর্মের আধারে মানবসেবার বার্তা আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। সেখানে জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির জোর অনেক বেশি। একুশ শতকে দাঁড়িয়েও দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গঙ্গাদূষণ প্রতিরোধে নারকেল মাটিয়ে গঙ্গাপূজা করতে হয়। অন্যদিকে ধর্মের দেশ হিসাবে ভারতের গুরুবাদী সমাজে নানাভবে ধর্মীয় আবেদনে মানবসেবার বার্তা বিঘোষিত।

অবনত চিত্তে সেবার ব্রতে অবিচল ‘কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা,/নগরীর অন্ন বিলাবার/ আমি আজি লইলাম ভার।’ দীন-হীনা হয়েও তাঁর এরূপ দুঃসাহসে বিস্মিত সকলে। অথচ ‘শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে’র সম্বলে বলশালিনী ভিখারিণীর আত্মত্যাগী সেবার চেতনায় বিত্তশালীদের পরিষেবার দুর্ভাবনা নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সেখানে আত্মীয়তার বাঁধনে মানুষের সমষ্টি-চেতনা কত বর্ণরঙিন হয়ে ওঠে, তা ভাবলে একালেও বিস্ময় জাগে ‘আমার ভাণ্ডার আছে ভরে/ তোমা-সবাকার ঘরে ঘরে ।/ তোমরা চাহিলে সবে এ পাত্র অক্ষয় হবে।/ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা—/ মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।’ সেদিক থেকে শুধু সেকালে নয়, একালেও সেবার বড় দায়। আর তার মূলে রয়েছে সেবার সমষ্টি-চেতনার অভাববোধ। অধুনিক ভোগবাদী সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবল প্রতাপে জনবিচ্ছিন্ন প্রকৃতি অত্যন্ত সজীব ও সবুজ। তাতে অবশ্য পরিষেবার আভিজাত্য যেমন বেড়েছে, সেবার মানসিকতা তেমনই উৎকর্ষমুখর হয়েছে। তার ফলে খাঁটির উপমায় ঘরে তৈরি বা দেশজ উৎপন্নের মতো পরিচর্যার উৎকর্ষে সেবার সৌরভ রপ্তানির প্রয়াস সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সেখানে অর্থের বিনিময়ে পরিষেবা প্রদান করা হলেও নামকরণে তার ‘সেবা সদন’ থেকে ‘সেবানিকেতনে’র পরিসরটি বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকে। অথচ তাতে সেবার বনেদিয়ানা স্বীকৃত হলেও তার অপরিহার্যতা সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। বরং সেক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে পরিষেবা ক্রয়ে সেবার মানসিকতাকে দেউলিয়া করার তৎপরতা ভোগবাদী সমাজের বিশেষত্বে উৎকর্ষ লাভ করে। শুধু তাই নয়, সেখানে সম্পর্কের ভিত শেষে অর্থের সীমায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। টাকা থাকলেই বাঁচার অধিকার ও তার মান সুলভ হয়ে ওঠার প্রবণতায় পরিষেবার সমাদরে সেবার আত্মীয়তাবোধ আপনাতেই ব্রাত্য হয়ে ওঠে। সেখানে জনসেবার মহত্ত্ব আত্মসেবার সোপানে শুধু প্রান্তিক হয়ে পড়েনি, দীন-হীন প্রকৃতিতে নিঃস্ব মনে হয়। স্বাধীনতা-উত্তর পরিসরে সরকারিভাবে জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকালেই বিষয়টি সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। সেখানে সরকারি জনসেবার চেয়ে বেসরকারি পরিষেবার চাহিদা অনন্ত। অথচ এই পরিষেবার উৎকর্ষ অর্থে নয়, তা সেবায় রয়েছে জেনেও আমরা অর্থের বিনিময়ে সেই সেবাকে আয়ত্ব করতে আগ্রাসী হয়ে উঠি। সেই আগ্রাসনে জনবিচ্ছিন্ন প্রকৃতি শুধু সবুজ হয়ে ওঠেনি, জনমানসে তার একাত্মবোধের অভাবকেও আরও নিবিড় করে তুলেছে। তার ফলে ভোগবাদী সমাজজীবনে সম্পর্কের বুনিয়াদি চেতনাতেই শুধু সংকট তৈরি করেনি, তার মানবিক অভিমুখটি ক্রমশ অমানবিকতায় আত্মগোপন করে। একদিকে জনবিচ্ছিন্ন প্রকৃতিতে বৈষম্যবোধের তীব্রতা গতি নাভ করে, অন্যদিকে পারস্পারিক মানবিক সম্পর্কের সংকট অনিবার্য হয়ে ওঠে। দেশের বৈষম্যপীড়িত সমাজমানসে মানবিক সংকটের সুরাহায় আধুনিক পরিসরেও ধর্মীয় সংগঠন থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক সংগঠনের সেবামুখী উদ্যোগ উনিশ শতক থেকেই নানাভাবে বিকশিত হয়। সেক্ষেত্রে সেবার মাধ্যমে ধর্মের বিস্তার যেমন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তেমনই দেশগঠনের সোপানও তাতে সক্রিয়তা লাভ করে।

আসলে জনসেবায় মানবধর্মের উৎকর্ষের পাশাপাশি দেশসেবার পরিসরটি আপনাতেই বিস্তার লাভ করে। শুধু তাই নয়, উনিশ শতকে এদেশে জনসেবার চেতনায় বিদেশি প্রভাবও বর্তমান। ইংল্যান্ডের জেরেমি বেন্থামের (১৭৪৮-১৮৩২) হিতবাদী দর্শনের প্রচার এদেশেও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ‘হিতবাদ’-এর ‘সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক পরিমাণ হিত বা মঙ্গল সাধন’ (Greatest good of the greatest number)-এর বার্তা নব্য শিক্ষিতদের মাধ্যমে বিকশিত হয়। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর ধর্মতত্ত্বেও তার ক্ষীণ ছায়া বর্তমান। অন্যদিকে ধর্মীয় চেতনায় জনকল্যাণের পরিসরে হিতবাদী আদর্শের ছায়া কায়ারূপ লাভ করে। সেখানে আধুনিকতার সোপানে ধর্মীয় আদর্শবোধে শ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে জীবসেবায় ‘নর রূপে নারায়ণ’-এর চেতনা যেমন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তেমনই স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে ‘বহুজনহিতায় চ, বহুজনসুখায় চ’-এর আদর্শ আবেদনক্ষম মনে হয়। সেক্ষেত্রে দেশ বা জাতিগঠনে সেবার মানবিক অভিমুখটি শুধু জনসেবার বার্তাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েনি, জনসেবক তৈরিতেও সক্রিয়তা লাভ করে। স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার লক্ষ্য (Man making is my mission) সেপথে ধারিত হয়েছিল। সেদিক থেকে পরাধীন দেশে সেবার উৎকর্ষে শিক্ষার সোপানটি ধর্মীয় পরিসরে নবদিগন্তের সূচনা করে। আশ্রম-মঠের আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা সংযোগসাধনের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আদর্শে সেবার পরিসর শুধু বিস্তার লাভ করেনি, সেইসঙ্গে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে উৎকর্ষমুখর। দেশ বা জাতিগঠনে স্বামীজির সেই আদর্শ জনসেবা থেকে দেশসেবার সোপানে উন্নীত হয়। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণের (১৯০২) পর পরাধীন দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয়তায় ধর্মীয় চেতনার পরিসরটি নানাভাবে বিকাশ লাভ করে। সেখানে দেশমাতার মুক্তিসাধনে একহাতে গীতা অন্য হাতে বোমা নেওয়ার বিষয়টি ধর্মীয় আবর্তে আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। দেশোদ্ধারের ব্রতই সেক্ষেত্রে দেশসেবার আনুকূল্যে ধর্মীয় সংগঠনের প্রশ্রয় পাওয়াটা স্বাভাবিক মনে হয়। সেদিক থেকে স্বামী বিবেকানন্দের পরবর্তী পরিসরে স্বামী প্রণবানন্দের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা হিন্দু সংগঠনের জাতিগঠনের দায়ে যেমন ত্যাগ ও সেবার আদর্শে ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়াস সক্রিয় হয়ে ওঠে, তেমনই দেশোদ্ধারে সক্রিয় বিপ্লবীদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াও স্বাভাবিকতা লাভ করে। আপাতভাবে ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যে এরূপ সংগঠনের সক্রিয়তা প্রতীয়মান হলেও তার সেবামূলক কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। শুধু তাই নয়, এরূপ সংগঠনের মাধ্যমে শুধু ধর্মীয় চেতনার বিস্তারই ঘটেনি, সেইসঙ্গে মানবসেবার নবধারাও বিকশিত হয়। সেক্ষেত্রে স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের গড়ে তোলা সঙ্ঘের (১৯২৩-এ প্রতিষ্ঠিত ‘ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ’) কর্মধারা শুধুমাত্র ধর্মীয় বৃত্তে আবর্তিত হয়নি, দেশ বা জাতিগঠনে সফলকাম উদ্যোগে সামিল হয়েছিল।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাঁশবেড়িয়ায় তৃণমূলের খারাপ ফল, পুরসভা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা নেতৃত্বকে দায়ী কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁশবেড়িয়া: লোকসভা ভোটে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতেছেন ঠিকই। কিন্তু তারপরও স্বস্তি নেই শাসকশিবিরে। ভোটের কাজ থেকে সরিয়ে রাখার অভিযোগ তুলে বাঁশবেড়িয়ার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধিদের ঘেরাও করে রাখা হয় প্রায় ১০ ঘণ্টা। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি অমিত ঘোষ। দলবল নিয়ে তিনিই এদিন পুরপ্রধান আদিত্য নিয়োগীর বিরুদ্ধে সরব হন। লোকসভা নির্বাচনে হুগলি কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হলেও চুঁচুড়া সপ্তগ্রাম এবং বলাগড় বিধানসভায় জিততে পারেননি। সপ্তগ্রাম বিধানসভার বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ২২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৯টিতে ১১ হাজারের বেশি ভোটে হেরেছে তৃণমূল। ওয়ার্ডগুলিতে তৃণমূলের খারাপ ফলের জন্য পুরসভা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা নেতৃত্বকে দায়ী করেন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অমিত ঘোষ। অমিতের অভিযোগ, পুরসভা ভোটের পর থেকেই অমিত ঘোষকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে দল। তাঁর থেকে ওয়ার্ড অফিসের চাবি নিয়ে নেন চেয়ারম্যান। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পরিষেবা দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয় ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে। এ নিয়ে অশান্তি চলছিলই। এদিন সেই অশান্তিই চরমে ওঠে। পরে বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত ও জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁইনের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ ওঠে। অমিত ঘোষ বলেন, জেলা সভাপতি ও বিধায়ক এক সপ্তাহ সময় নিয়েছেন। আলোচনার মধ্যে সমস্যা মিটবে। আগামিদিনে সকলে মিলে কাজ করবেন বলেই জানান তিনি। অমিত ঘোষের বক্তব্য, নাগরিক পরিষেবা দিতে পারছিলেন না বলেই সরব হয়েছিলেন। বলেন, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক। তাঁদের নেতৃত্বে আমি সবরকমভাবেই দলের কাজ করব।

বন্ধুর জন্মদিন পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারাল ২ বন্ধু, গুরুতর জখম আরও ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বন্ধুর জন্মদিন পালন করা হল না। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল ২ বন্ধু। মর্মান্তিক ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায়। শনিবার মাঝরাতে বন্ধুর জন্মদিনের জন্য রাস্তার পাশে কেক সাজিয়ে, মোমবাতি জ্বালিয়ে তৈরি ছিলেন চার বন্ধু। তাঁদেরই একজনের পরেরদিন বাইরে চলে যাওয়ার কথা ছিল। তাই এই মিডনাইট সেলিব্রেশন। কিন্তু জন্মদিনের আলোয় সাজানো রাস্তার ধারে নিমেষেই নামল মৃত্যুর আঁধার। সেই যুবকদের পিষে দিয়ে গেল ট্রাক। দু'জন ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন। বাকি দু'জনের অবস্থা গুরুতর।

গুরুতর আহত অবস্থায় এক জনকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়েছে। অন্য জনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কলকাতার সরকারি হাসপাতালে। এমন ঘটনায় শোকস্তব্ধ পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার আমশোল এলাকা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাত ১২টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি হয় চন্দ্রকোনা-রসকুন্ডু রাজ্যসড়কে। রাতেই ঘটনাস্থলে যায় গড়বেতা থানার পুলিশ। তারা জানিয়েছে, মৃত দুই বন্ধুর নাম শুভ দাস এবং বিক্রম মণ্ডল। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন সৌরভ দাস। তিনি মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। মিন্টু সরকার নামে আর এক বন্ধু এখন এসএসকেএমে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আমশোল গ্রামে বাড়ি পাঁচ বন্ধুর। এঁদের মধ্যে দেবাশিস মুর্শিদ নামের এক জনের জন্মদিন রবিবার। কর্মসূত্রে তিনি বাইরে থাকেন। কিছু দিন আগে বাড়ি এসেছিলেন। রবিবারই সকালেই তাঁর কর্মস্থলে চলে যাওয়ার কথা। তাই রাত্রি ১২টার কিছু আগে দেবাশিসের বাড়ির সামনে রাজ্যসড়কের ধারে কেক, মোমবাতি সাজিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন চার বন্ধু। গ্রামের এক জনকে দিয়ে 'বার্থ ডে বয়' দেবাশিসকে ডাকতে পাঠিয়ে তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। তখনই এই অঘটন। রবিবার সকালে পুলিশ গিয়ে দু'টি দেহ ময়নাতদন্তের জন্য চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ঘাটাল হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

LOKENATH BED COLLEGE
N24 Pgs invites applications for 5 Asst. Professor in Bengali, Science, Math, Fine Arts, Health & Physical Education. (Qualification: PG, MEd.) Apply within 7 days, send your application with CV to Email- helpdesklokenath@gmail.com

PUBLIC NOTICE
I am Niru Shah, Po: Resident of Begorkhal Shibrampur Thana-MaheshTala, Distri- South 24 Parganas, Kolkata 700141. Deed originals No.I-9365/18 - 9896/18 Dag no,320 - KHATIAN No,735 - Area of Land = 2K-0CH -0SFT. Respectively I heirs of Purchase Land of SHAYMA PRASAD PALCHOWDHURY. Respectively- I am currently in possession To mutation the said property along with his own name. I have applied to the office and informed everyone.
Date: 09-06-2024
Goutam DasAdvocate,
Alipore Judges & Police Court Kol.-27

Memo No. 163/24/CGC/Tender
Dated: 03.06.2024
Inviting Tender Quotations
Sealed tender/quotations are being invited from suppliers/vendors for purchase/ service of the following items/heads: Supply of Laboratory Equipment, Chemical Equipment, Appa-ratus, Glassware, Chemicals, Books & Journal, AMC of CCTV, Computer and Printer, Pro-jectors, Photo-copiers, Sports items, Office Stationaries, Website Maintenance etc. Last date of application : 10 days from the date of publication. For details contact with college.
Sd/- Principal
Govt. General Degree College,
Chapra.

আলিপুরদুয়ারে নদী থেকে উদ্ধার শিশুকন্যার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুরদুয়ার : আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প জঙ্গল সংলগ্ন কালকূট বনবস্তি এলাকায় প্রায় পাঁচ বছরের শিশুকন্যার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। রবিবার সকালে গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শনিবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় স্থানীয় বাসিন্দা অভিরাজ সাংমার পাঁচ বছরের শিশুকন্যা অঞ্জলি সাংমা। দুপুর থেকে পরিবারের সদস্যরা অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করার পরও খোঁজ মেলেনি শিশুকন্যার। এরপর রবিবার সাত সকালে এলাকার নদীতে বাচ্চাটির দেহ ভেসে আসতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে শিশুকন্যার মৃতদেহ উদ্ধার পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে শিশু কন্যার। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালচিনি পুলিশ।

বেকারত্বের জ্বালা, সঠিক সময়ে বিয়ে না হওয়ায় জামাইষষ্ঠী নিয়ে আক্ষেপ শ্রমজীবী যুবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: শিক্ষিত হয়েও কপালে জোটেনি চাকরি, তাই টোটো চালিয়ে এখন বাকি ভবিষ্যৎ। কে দেবে মেয়ে, সবাইতো চাই চাকরিজীবী পাত্র। জামাইষষ্ঠীর আগে আক্ষেপের সুর বয়স প্রাপ্ত একশ্রেণির যুবকদের মুখে। সামনেই জামাই ষষ্ঠী, আম- কাঠাল লিচু সহ নতুন বস্ত্র নিয়ে জামাই ও মেয়ে ষষ্ঠী করতে যায় যার যার শ্বশুরবাড়িতে। আর সারা বছরে যেমন তেমন হলেও এই দিনটাই জামাইয়ের প্রতি আদর থাকে এক অন্যরকম। থাকে বাড়তি পাওনা, ঘুরতে যাওয়া, পরিবার-পরিজন এক জায়গায় হয়ে কত না গল্প। দুপুরের মধ্যাহ্নভোজে থাকে হরেক রকম সুস্বাদু খাবার। বিভিন্ন ধরনের মাছ, মাংস, সহ সবই যেন একে অপরকে টেক্কা দেয়। এবার তারই আক্ষেপের সুর শুনতে পাওয়া গেল নদিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বয়স প্রাপ্ত যুবকদের মুখ থেকে। কেউ বলছেন পড়াশোনা অনেকটাই করেছি, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি পাইনি। অবশেষে টোটো চালিয়ে এখন বাকি ভবিষ্যৎ তৈরি করার চেষ্টা। পাত্রী খুঁজতে গেলে প্রত্যেক পিতা মাতা চাইছেন সুযোগ্য পাত্র, অর্থাৎ চাকরিজীবী। তাহলে কি শ্রমজীবী ছেলেদের কপালে মেয়ে জুটবে না। জামাইষষ্ঠীর দিন এই টোটো গাড়ি করেই জামাইরা তাদের স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যায়, খারাপ লাগলেও সবটাই মেনে নিতে হয়। মনে মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে তাদেরও যদি সময় মতো বিবাহ হত তাহলে এই দিনটা প্রত্যেকের মতোই হেসে খেলে আনন্দে কাটত, কিন্তু ভাগ্যে নেই। চাকরি যে করি না। তবে যত দিন যাচ্ছে ততই বেকারত্ব সংখ্যা বাড়ছে। হাজারে, হাতেগোনা কম যুবকরা চাকরি করে, বয়স যেমনই হোক না কেন ছেলে চাকরি করলেই হবে। পাত্রীর পরিবার সেটাকেই লক্ষ্য করে তাদের মেয়েদের বিবাহ ঠিক করে চার হাত এক করে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমজীবী যুবকদের কথাই তাদের কি আর বিয়ে হবে না? এই দ্বিধায় এবার সরকারের কাছে তাদের একটাই আবেদন যারা শিক্ষিত হয়েও এখনো বেকারত্ব নিয়ে জীবন যাপন করছে, তাদের দিকে একটু মুখ তুলে তাকাক সরকার।

DP Name : DALMIA SECURITIES PVT LTD
DP Address : IDEAL PLAZA
11/1, Sarat Bose Road, Suit - S401
Kolkata - 700 020
This is to inform all our demat account holders that we are in the process of closing our depository operations as a Depository Participant (DP) of National Securities Depository Limited (NSDL) (DP ID - IN300222) with effect from 15.06.2024.
In view of the above, all our NSDL demat account holders are requested to get their securities transferred with another Participant on or before 19.07.2024.
For Dalmia Securities Pvt Ltd
Ashish Kumar Podcar
DP Compliance Officer
Date 10.06.2024

পানীয় জলের সমস্যায় বহরমপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: পানীয় জলের সমস্যায় ফুঁসছে বহরমপুর। গত দু'মাস ধরে পানীয় জল সঙ্কটের অভিযোগ উঠছিল। লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর অভিযোগ আরও জোড়াল হতে শুরু করেছে। পানীয় জল না মেলায় রবিবার বহরমপুর পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে পাইপ লাইন উপড়ে ফেলে প্রতিবাদ জানালেন বাসিন্দারা। তিনবেলার পরিবর্তে এখন একবেলা জল পাচ্ছেন পুরসভার ১৮ হাজার পরিবার। পানীয় জলের অভাব মেটাতে না পারায় শহরবাসীর ক্ষোভ আছড়ে পড়ছে পুর কর্তৃপক্ষের উপর। মানুষের ক্ষোভ প্রতিদিন বাড়ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেমেছে পুর কর্তৃপক্ষ। তাঁদের দাবি, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে গিয়েছে।

অশান্তির জেরে একযোগে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামী-স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সাংসারিক অশান্তির জেরে একযোগে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামী-স্ত্রীর। ঘটনার জেরে এলাকায় ছড়ালো তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানার হরিপুর গ্রামে। কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করা স্বামী ও স্ত্রীর নাম যথাক্রমে, হাসমত মল্লিক ও রুকসা মল্লিক, তাদের বাড়ি নাদনঘাট থানার হরিপুর গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দম্পতি কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকতেন। সম্প্রতি হরিপুরের বাড়িতে এসেছিলেন, রবিবার সকালে কোনও একটি বিষয় নিয়ে ওই দম্পতির মধ্যে শুরু হয় সাংসারিক অশান্তি। সাংসারিক অশান্তি চলাকালীন স্বামী হাসমত মল্লিক কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী এবং আত্মীয়রা হাসমতকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য নবদ্বীপ হাসপাতালে,সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে, তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে নবদ্বীপ হাসপাতালের চিকিৎসকরা। স্বামীর কীটনাশক খাওয়ার ঘটনায় বিহ্বল হয়ে পড়ে স্ত্রী রুকসা মল্লিক, দুপুরে পরিবারের অলক্ষ্যে সেও কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বিষয়টি জানতে পেরে পরিবারের লোকেরা তাকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় নবদ্বীপ হাসপাতালে। বর্তমানে রুকসা মল্লিক নবদ্বীপ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের সময় নিয়ে বিভ্রান্তি, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রবিবার সর্বভারতীয় স্তরে আইআইএসইআর এর পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের সিট পড়ে পানাগড় গ্রামে অবস্থিত একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। সকাল ন'টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও সকালে কলেজ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের জানিয়ে দেয় সকাল ১১টার পর কেউ যদি পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকে তবে তাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই ঘোষণা করার পরই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্ত ছড়িয়ে পড়ে। যদি ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত পরীক্ষা হয়ে তবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১ ঘণ্টা আগে কোনো পরীক্ষার্থী কি ভাবে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকে সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অভিভাবকরা। ঠিক কখন থেকে পরীক্ষা শুরু হবে সেই নিয়ে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিভ্রান্ত দেখা দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন কলেজের গেটের সামনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। অভিভাবকদের অভিযোগ যেখানে জাতীয়স্তরের পরীক্ষা চলছে। সেখানে কর্তৃপক্ষ ঠিক কখন থেকে পরীক্ষা শুরু হবে তার কোনও নির্দিষ্ট সময় জানাতে পারছে না। ফলে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি হয়। তাদের অনুমান সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। যদি পরীক্ষা শুরু হয়ে যাওয়ার পরেও পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে কলেজের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিক্ষোভকারীরা। যদিও এই বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

5 STAR
Manaksia Steels Limited
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L27101WB2001PLC138341
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নং : +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫/+৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৬
ইমেল : info.steels@manaksiasteels.com ওয়েবসাইট : www.manaksia.com
রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি লিঙ্ক ইনটাইম প্রা. লি. এর পরিবর্তে মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা. লি.কে রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করেছে। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ, সুবিধাভোগী মালিকগণ এবং অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে শেয়ার সংক্রান্ত যাবতীয় যোগাযোগ নতুন আরটিএ এর নিম্নোক্ত ঠিকানায় করতে :
মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা.লি.
২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা : ৭০০০০১
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২২৪৮, ২২৪৩-৫০২৯, ২২৩১-৬৮৩৯
ই-মেল : mdpldc@yahoo.com ওয়েবসাইট : www.mdpl.in
মানকসিয়া স্টিলস লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ :০৮.০৬.২০২৪

Manaksia Limited
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L74950WB1984PLC038336
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬ লায়ন্স রেঞ্জ, ম্যাজেনাইন ফ্লোর উত্তর-পশ্চিম কর্নার, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নং : +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫ ইমেল : investor.relations@manaksia.com
ওয়েবসাইট : www.manaksia.com
রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি লিঙ্ক ইনটাইম প্রা. লি. এর পরিবর্তে মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা. লি.কে রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করেছে। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ, সুবিধাভোগী মালিকগণ এবং অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে শেয়ার সংক্রান্ত যাবতীয় যোগাযোগ নতুন আরটিএ এর নিম্নোক্ত ঠিকানায় করতে :
মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রা.লি.
২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা : ৭০০০০১
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২২৪৮, ২২৪৩-৫০২৯, ২২৩১-৬৮৩৯
ই-মেল : mdpldc@yahoo.com ওয়েবসাইট : www.mdpl.in
মানকসিয়া লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
অনাথ বান্ধব চক্রবর্তী
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ :০৮.০৬.২০২৪

খানাকুলের গোপীনাথ জিউসের মন্দির ঘিরে রয়েছে নানা ইতিহাস

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার প্রাচীন জনপদ হল খানাকুলের কৃষ্ণনগর ও রাধানগর। এই দুই জনপদকে ঘিরেই মুলত গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় নবদ্বীপ বা গুপ্ত বৃন্দাবন। এই রাধানগরে গড়ে উঠেছে ভগবান গোপীনাথ জিউসের মন্দির। এই প্রাচীন মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে নানা ইতিহাস। এখানকার বৈষ্ণব সমাজ, সনাতন ধর্মাবলম্বী ও কুলীন ব্রাহ্মণ্য সমাজের বসবাস ছিল। তৎকালীন সময়ে নদিয়ার নবদ্বীপের পর এত কুলীন ব্রাহ্মণ্য ও বৈষ্ণবের বসবাস আর কোথাও ছিল না। তাই খানাকুলকে দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলা হত। আসলে হুগলি জেলার খানাকুলের প্রত্যন্ত গ্রামে বহু প্রাচীনতম মন্দির রয়েছে। যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাধক মুনিঋষি ও তৎকালীন সময়ে রাজা ও জমিদারের বেশ কিছু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কখনো তাদের কুলো দেবতা হিসাবে দেবী মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আবার কোনও সাধক তার সাধনায় কোনও দেবদেবীকে পেয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তেমনি এক সাধক অভিরাম গোস্বামী খানাকুলের রাধানগরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গোপীনাথের মন্দির। প্রায় কয়েকশো বছর আগেকার ঘটনা, জৌলুষ হারালেও সাধক অবিরাম গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথের মন্দির আজও বর্তমান নিত্যসেবার পুজো হয় এবং বছরের কয়েকটা বিশেষ দিনে গোপীনাথের ভোগ হয়। ওই দিনগুলিতে মানুষের সমাগম ঘটে। সেই ঐতিহ্য বজায় রেখেছে এখনো পূজারিরা। তবে অবিরাম গোস্বামীর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা ঘিরে এক ইতিহাস রয়েছে। একসময় সাধনার জন্যই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে বেরাচ্ছেন অবিরাম গোস্বামী। আর সেই সাধনা করতেই খানাকুলের দ্বারকেশ্বর নদীর শাখা নদী রত্নাকর নদীর পাড়ে ধানস্থ হয়ে সাধনা করছিলেন। আর তারপরেই মনস্থির করেন এখানে গোপীনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। সেই সময়ে এই দ্বারকেশ্বর নদী দিয়েই খানাকুলে

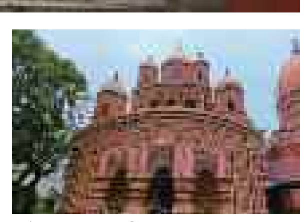

পৌঁছে যেত স্টিমার লঞ্চ জাহাজ। বর্তমানে এখন সে সব অতীত। তবে প্রাচীন মন্দিরের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন এখনও কিছু কিছু জায়গায় থাকলেও নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। ঠাকুর অভিরাম গোস্বামীর বংশধর জয়ন্ত গোস্বামী বলেন, প্রায় ৫০০ বছর আগে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ঠাকুর অভিরাম গোস্বামী। তিনি মূলত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছিলেন। রত্নাকর নদীর তীরে যোগাসনে ধ্যান করতেন। ভগবান গোপীনাথের স্বপ্নাদেশ পেয়ে ভগবান গোপীনাথকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরে দেখা যায় মাঝে ভগবান গোপীনাথ বাম দিকে অভিরাম গোস্বামী এবং ডান দিকে রাধা বল্লভী প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। মন্দিরের মূল ফটকে রয়েছে একটি প্রাচীন বকুল গাছ। এই বকুল গাছকে ঘিরেও রয়েছে ইতিহাস। এই মন্দিরের পুরোহিত তন্ময় চোংদার বলেন, বকুল গাছের তলায় বসে অভিরাম গোস্বামী ভগবান গোপীনাথকে ভোগ নিবেদন করেন। একদিন একটি পাখি বকুল ফল খেয়ে তার ভোগের উপর বৃষ্ঠা ত্যাগ করেন। তারপর অবিরাম গোস্বামী রেগে গিয়ে বকুল গাছকে অভিশাপ দেন, সারা জীবন ওই গাছে ফুল হবে কিন্তু ফল হবে না। সেই আজও ওই গাছে কোনও ফল হয় না। সবমিলিয়ে এখনও বহু মানুষ সারা বছরই অবিরাম গোস্বামীর গোপীনাথের মন্দিরে দর্শন করতে আসেন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। তবে সেই জৌলুষ না থাকলেও ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরেই বংশপরম্পরা আজও পুজো হয়ে আসছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের যে সমস্ত তীর্থস্থান রয়েছে তার মধ্যে খানাকুলে গোপীনাথের মন্দিরও একটি অন্যতম তীর্থ স্থান তথা গুপ্ত বৃন্দাবন।

বজ্রপাতে মৃত্যু এক বিএসএফ জওয়ানের, নিশিগঞ্জে জখম দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, দিনহাটা: কোচবিহারের দিনহাটার গিতালদহ সীমান্তে বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক বিএসএফ জওয়ানের। মৃত জওয়ানের নাম এস এনাও। বাড়ি মণিপুরে। জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত গিতালদহ বর্ডার এলাকায় ডিউটি করছিলেন তিনি। সেই সময় আচমকাই সেখানে বজ্রপাত হয়। পরপর দুটি বাজ পড়ে সেখানে। সেই বজ্রাঘাতে গুরুতর জখম হন জওয়ানের। তৎক্ষণাৎ অন্য সেনা জওয়ানরা তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যায় দিনহাটা হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক জওয়ানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই গিতালদহে আসেন বিএসএফের কোচবিহার সেক্টরের ডিআইজি জি এস ধালিয়াল। মৃত জওয়ানের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজে।

এদিনই একই ঘটনা ঘটে কোচবিহার জেলারই নিশিগঞ্জে। বজ্রপাতে আহত হলেন ২ মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে নিশিগঞ্জ ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রুনিবাড়ি গ্রামে। এদিন সকাল দশটা নাগাদ হালকা বৃষ্টি চলাকালীন আচমকা বজ্রপাতের ঘটনাটি ঘটে। বজ্রাঘাতে বাড়িতেই ২ মহিলা জ্ঞান হারান। স্থানীয়রা ২ জনকে দ্রুত উদ্ধার করে নিশিগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে একজন গর্ভবতী। তবে, চিকিৎসকরা কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে, তাঁকে বিশেষ নজরদারিতে রেখেছেন।

জন বিজ্ঞপ্তি
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড এর ১০২ ধারা অধীনে)
শ্রী সঞ্জয় প্রকাশ বনসল, আমবুটিয়া টি এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড-সিডি এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা -এর ক্রেডিটরগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী সঞ্জয় প্রকাশ বনসল
২.	আবেদনপত্র গ্রহণের আদেশের বিবরণ	মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ ব্যক্তিগত জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়ার অনুমোদন উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ০৫.০৬.২০২৪, সিপি(আইবি)/৬/(কেবি)/২০২৩ -তে।
৩.	ব্যক্তি জামিনদাতার ক্ষেত্রে দেউলিয়া শুরুর তারিখ	০৫/০৬/২০২৪
৪.	দেউলিয়া প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	০২/১২/২০২৪
৫.	প্রস্তবিক পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং	বিনয় গোয়েঙ্কা রেজি নং: IBBI/IPA-001/IP-P01770/2019-20/12709
৬.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল	ঠিকানা: ৩২, ৩য় তল, চৌহান অর্কেড, লালজি হিরজি রোড, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার উপরে, রাঁচি-৮৩৪০০১ ইমেইল: TAXHOUSERANCHI@GMAIL.COM
৭.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল	ঠিকানা: ৩২, ৩য় তল, চৌহান অর্কেড, লালজি হিরজি রোড, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার উপরে, রাঁচি-৮৩৪০০১ ইমেইল: ipvinaygoenka@gmail.com
৮.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০১/০৭/২০২৪
৯.	(ক) সংশ্লিষ্ট ফর্ম এবং (খ) অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিস্তারিত উপলব্ধ :	ওয়েবলিংক: https://www.ibbi.gov.in/downloadforms বাস্তবিক ঠিকানা: প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল ০৫/০৬/২০২৪ তারিখে আমবুটিয়া টি এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড-সিডি-এর ব্যক্তিগত গ্যারান্টর শ্রী সঞ্জয় প্রকাশ বনসল -এর দেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে।
শ্রী সঞ্জয় প্রকাশ বনসল-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ৩০/০৬/২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ বা ৭ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে বল হচ্ছে।
ক্রেডিটরগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনালের পক্ষে
বিনয় গোয়েঙ্কা
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
আমবুটিয়া টি এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড-সিডি -এর ব্যক্তিগত গ্যারান্টার শ্রী সঞ্জয় প্রকাশ বনসল দেউলিয়াত্ব সমাধান প্রক্রিয়ার বিষয়ে
তারিখ: ১০.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা
রেজি নং: IBBI/IPA-001/IP-P01770/2019-20/12709
এএফএ নং- AA1/12709/02/201224/106665। ২০-১২-২০২৪ পর্যন্ত বৈধ

রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বলি!

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে নৃশংসভাবে খুন হলেন মালদার কংগ্রেস কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচন মিটতেই দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের আতঙ্ক ছড়ালো মানিকচকে। দুষ্কৃতীদের হামলায় নৃশংসভাবে খুন হল এক যুবক। যদিও মৃতের পরিবারের দাবি, তাদের পরিবারটি কংগ্রেস করার জন্যই দুষ্কৃতীরা খুন করেছে। শনিবার গভীর রাতে এই খুনের ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জেসারতটোলা এলাকায়। রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। আর এই ঘটনাকেই ঘিরেই শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক তরজা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম আকমল শেখ (২৮)। এদিন রাতে ওই যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা। এমনকী দুষ্কৃতীরা পালাবার সময় বোমাবাজিও করে বলে অভিযোগ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, এই ঘটনার পিছনে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জড়িত রয়েছে।

জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কালীসাধন রায় জানিয়েছেন, তাদের দলের কর্মীকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের অন্তর্গত মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল ভালো ফল করতে পারেনি। কংগ্রেস সেখানে ভালো ফল করেছে। এই শত্রুতার বসেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা কংগ্রেস কর্মীকে নৃশংসভাবে খুন করেছে। এ ব্যাপারে পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র শুভময় বসু বলেন, যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক কোনও বিষয় যুক্ত নেই। পারিবারিক বিবাদের জেরে ওই যুবক খুন হয়েছে বলেই আমরা জানতে পেরেছি। পুলিশ প্রকৃত তদন্ত করলেই আসল ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরনো একটি পারিবারিক বিবাদকে ঘিরেই এদিন রাতে আকমল শেখকে কয়েকজন দুষ্কৃতী কুপিয়ে খুন করেছে। মৃতের পরিবার পক্ষ থেকে কয়েকজন দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে গোটা এলাকায় তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

গোঘাটে পুলিশের উপর আক্রমণ, গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের কুমারগঞ্জের ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় নয়া মোড়। গ্রেপ্তার তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি-সহ পাঁচ জন। পুলিশের রক্ত ঝড়ায় গোঘাটে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি গ্রেপ্তার। গোঘাটের কুমারগঞ্জ অঞ্চলের ভুরকুন্ডায় তৃণমূল ও বিজেপি সংঘর্ষের মাঝে পড়ে ইটের আঘাতে জখম হয় পুলিশ কর্মীরা। পুলিশের রক্ত ঝড়ায় সুয়োমোটো মায়লা দায়ের করে গোঘাট থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে দশজনকে গ্রেপ্তার করে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। শনিবার রাতে গোঘাট থানার পুলিশ কুমারগঞ্জ তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সদরুজ্জা মোল্লা ওরফে রাহুল সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতরা হলেন শেখ খলিল, শেখ সোহেল, তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সদরুদ্দোজা ওরফে রাহুল, শেখ সাবির, সইদুল ইসলাম। প্রসঙ্গত, ভোট পরবর্তী হিংসায় রণক্ষেত্র হয় গোঘাটের কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েতের ভুরকুন্ডা এলাকা। বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণের অভিযোগ ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে। পুলিশ বাধা দিতে গেলে তৃণমূলের ইটবৃষ্টি। ইটের আঘাতে গুরুতর আহত এক পুলিশ কর্মী-সহ আট পুলিশ কর্মী। এর পাশাপাশি বিজেপির ৫ কর্মীও আহত হন। আহত হয়েছেন তৃণমূলেরও বেশ কয়েকজন। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ইট বৃষ্টিতে পুলিশের একটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয়বাহিনীর জওয়ানরা হাজির হয় ও উভয় পক্ষের লোকজনদের এলাকা থেকে হঠিয়ে দেয়। এই ঘটনায় দশজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ কোর্টে তোলে। রবিবার আরও ছয় জনকে গ্রেপ্তার করে কোর্টে তোলে পুলিশ। সবমিলিয়ে শাসক দলের হেভিওয়েট নেতা গ্রেপ্তার হওয়ায় শোরগোল এলাকায়।

বুথ সভাপতিকে মারধরের প্রতিবাদে পথ অবরোধ আরামবাগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: লোকসভা ভোট পরবর্তী হিংসার প্রতিবাদে সরব আরামবাগের বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির বুথ সভাপতিকে পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের প্রতিবাদে পথ অবরোধ বিজেপির। রবিবার আরামবাগ শহরের আমতলা এলাকায় পথ অবরোধ করে বিজেপি নেতৃত্ব। অভিযোগ, আরামবাগ পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি বুথ সভাপতি সীমন্ত মালিক শনিবার রাতে কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা কাউন্সিলর সঞ্জয় ঘোরুইয়ের নেতৃত্বে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়। লাঠি রড দিয়ে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন। ওই দিন রাতেই এলাকার মানুষ তৃণমূলের পার্টি অফিস ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। রবিবার সকালে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিমান ঘোষের নেতৃত্বে আরামবাগের আমতলা এলাকায় ওই বিজেপি নেতাকে মারধরের প্রতিবাদে পথ অবরোধ হয়। এই ঘটনায় ব্যাপক রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই আরামবাগ মহকুমা জুড়ে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ উঠছিল। এবারে বিজেপির বুথ সভাপতিকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি আরামবাগ শহরে পথে নেমে আন্দোলন শুরু করল। আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ ক্রমশ চরতে থাকে। তৃণমূলের পার্টি অফিস বন্ধ করার দাবি তোলে ওই এলাকার মানুষ এবং বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। পাশাপাশি বিজেপি নেতাকে মারধর করার সঙ্গে যুক্ত তৃণমূল দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানায় তারা। এই বিষয়ে আরামবাগের বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, তৃণমূলের হার্মাদরা বিজেপির বুথ সভাপতিকে যেভাবে মারধর করে তা খুবই নিন্দনীয়। লোকসভা ভোটের নিরিখে আরামবাগ পুরসভায় প্রায় সব জায়গাতেই বিজেপি জিতেছে। যে ওয়ার্ডে মারধর করা হয় সেখানেও বিজেপি জিতেছে। তাহলে এত ঔদ্ধত্য কিসের। নির্বাচনে হার-জিত থাকতে পারে। বিজেপি চুড়ি পরে বসে নেই। বিজেপির আন্দোলন চলবে। পুলিশ প্রশাসনকে দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। আক্রান্ত বিজেপির বুথ সভাপতি সীমন্ত মালিক বলেন, তৃণমূল পার্টি অফিসে বসে মদ খেয়ে আমাদের আক্রমণ করা হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হল। এই পার্টি অফিস যাতে বন্ধ হয় সেই অনুরোধ রাখব প্রশাসনের কাছে। অপরদিকে এগারো নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্জয় ঘড়ুই বলেন, উনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। মদ খেয়ে পড়ে গিয়ে তৃণমূলের নামে দোষ চাপাচ্ছেন। তৃণমূল কংগ্রেস কখনই এর সঙ্গে জড়িত নয়। সব মিলিয়ে এই ঘটনায় চাপা রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর উদ্যোগে লাভপুরে কালিকাপুর ডাঙ্গা আদিবাসী গ্রামের আদিবাসী বাড়িগুলি সেজে উঠবে নানান ছবিতে। শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও শিল্পীদের মিলিত প্রয়াসে ছবি গ্রামের পরিকল্পনা সার্থক করতে এই উদ্যোগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন ভারতের প্রবীণতম নাট্য ব্যক্তিত্ব তথা বলিউড অভিনেতা রাজীব ভার্মা।

প্রতিশ্রুতি মতো গাছ লাগানো শুরু দেবের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: নির্বাচনের আগে দেব কথা দিয়েছেলিনে তিনি তার প্রাপ্ত ভোটের সমসংখ্যক গাছ লাগাবেন। সেই প্রতিশ্রুতি মতো রবিবার থেকে তার ঘাটাল লোকসভা এলাকায় বৃক্ষরোপণের কাজ শুরু করলেন। প্রাথমিকভাবে তিনি তার লোকসভা কেন্দ্রে ২ লক্ষ গাছ লাগাবেন।

মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যাওয়ার সময় দেব সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, তিনি যত ভোট পাবেন তার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা এলাকায় ততগুলি গাছ লাগাবেন। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার আগেই গাছের চারা কেনার জন্য নার্সারিতে বরাত দেওয়া হয়েছিল। দেব ভোট পেয়েছেন ৮,৪১,১৯৫টি। বিজেপির থেকে তাঁর ব্যবধান রয়েছে ১,৮২,৮৬৮। ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পাঁচদিন পর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করলেন দেব।

রবিবার প্রথমদিন তিনি তার লোকসভা কেন্দ্রের সবং ব্লকের দেভোগ গ্রাম পঞ্চায়েতের উচিতপুরের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র মাঠে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেন। দেব বলেন, ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রেই গাছ লাগানো হবে। রবিবার প্রথমদিন সবংয়ে ৬০০ গাছ রোপণ করা হয়েছে। দেব বলেন, আমি আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যতগুলো ভোট পাব তত গাছ লাগাব। তবে জয়ের পর সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে। যতগুলো ভোট পেয়েছেন ততগুলি নয়, ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে যত সংখ্যায় ভোট পড়েছে ততগুলি বৃক্ষরোপণ করবেন। সাতটি বিধানসভা এলাকায় প্রথম দিন দশ হাজার গাছ লাগানো হয়েছে। ধাপে ধাপে সংখ্যাটা ১৫ লক্ষতে পৌঁছবে।

বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সীর বিরুদ্ধে অশ্লীল পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সীর বিরুদ্ধে অশ্লীল পোস্টারকে ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য। লোকসভা ভোট মিটতেই এমন ঘটনায় মালদায় রাজনৈতিক স্তরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যদিও এই অশ্লীল পোস্টারের পিছনে বিরোধী দল বিজেপির মদত রয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর। পাল্টা বিজেপির জেলা নেতৃত্বের দাবি, নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবি হওয়াতেই দলের একাংশ কর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে এই কাজ করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল থেকেই মালতিপুরের হাটে , বাজারে ও স্ট্যান্ডে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সীকে ঘিরে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে এবং তার ছবি দিয়েই পোস্টারে ছয়লাভ করে দেওয়া হয়। সাত সকালে এলাকার মানুষেরা এমন পোস্টার দেখেই রীতিমতো হতবাক হয়ে যান। এরপরই সংশ্লিষ্ট এলাকার দলীয় নেতাকর্মীরাও তৃণমূলের জেলা সভাপতির ছবি দেওয়া এমন অশ্লীল পোস্টার দেখেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অবিলম্বে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদেরকে গ্রেপ্তারের দাবিও করা হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে।

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ফলাফল খারাপ হতেই দলের জেলা সভাপতিকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক বিতর্কিত পোস্টকে ঘিরে শুরু হয় তুমুল রাজনৈতিক সমালোচনা। আর এই ঘটনার পর রবিবার নতুন করে জেলা সভাপতি পোস্টারকে ঘিরে রীতিমতো সমালোচনার ঝড় উঠেছে। যদিও এপ্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী কোনো মন্তব্য করেননি। তবে দলীয় কর্মীরা অশ্লীল এই পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে এলাকার দৃশ্য দূষণ প্রতিরোধ করেছে বলেও দলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে মালদা জেলা তৃণমূল মুখপাত্র আশিস কুন্ডু বলেন, লোকসভা নির্বাচনে দুটি কেন্দ্রে আমাদের ফল খারাপ হয়েছে এটা সত্যি। তবে কে কি কোথায় করছে সেই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা ঠিক নয়। তবে আমাদের দলের এটা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। দলের মধ্যেই আমরা আলোচনা করে সেটা মেটাব। কিন্তু এই পোস্টারের ঘটনায় বিরোধীদল বিজেপির সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র রয়েছে। বিজেপির কুরুচিকর মনোভাব এটাই তার প্রমাণ। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরি বলেন, দলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে তৃণমূল তার সম্পূর্ণ মিথ্যা আসলে নিজেদের গোলমালের জের এখন প্রকাশ্যে চলে আসছে তার জন্যই তৃণমূলের জেলা সভাপতি বিরুদ্ধে এরকম অশ্লীল পোস্টার পড়েছে। নিজেদের গোলমাল এ রাতেই বিজেপির বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে।

বালি ভর্তি দুটি ট্রাক্টর আটক, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: অবৈধ ভাবে ট্রাক্টর ভর্তি করে বালি পাচার করার সময় বালি ভর্তি দুটি ট্রাক্টর আটক করে ২জনকে গ্রেপ্তার করল পুরুলিয়ার সাঁওতালডি থানার আয়ত্ত্বে থাকা ভোজুডি পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ। জানা যায়, শনিবার রাতের অন্ধকারে গোয়াই নদী থেকে দুটি ট্রাক্টরে করে বালি ভর্তি করে নিয়ে যাওয়ার সময় ভোজুডি পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকের আগুইটাঁড় গ্রামের কাছে সাঁওতালডি থানার পুলিশ ভোজুডি পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ট্রাক্টর দুটি চালক সহ আটক করে। রবিবার সকালে নির্দিষ্টি ধারায় মামলা রুজু করে বালি ভর্তি ট্রাক্টর দুটি বাজেয়াপ্ত করে। দুই ট্রাক্টরের চালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের নাম রাজেশ বাউরি ও কপিল দেব মাহাথা। দু'জনেরই বাড়ি রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকের পোড়াডিহা গ্রামে। রবিবার সকালে দু'জনকেই রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক দু'জনকেই জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান, তলিয়ে নিখোঁজ সপ্তম শ্রেণির ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: ফের বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে উত্তরপাড়ায় পঞ্চাননতলা মন্দির গঙ্গার ঘাট থেকে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ ক্লাস সেভেনের ছাত্র। পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার সকালে বাবা মাকে খেলতে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বের হয় ক্লাস সেভেনের উত্তরপাড়া চিল্ড্রেনস ওন হোমের ছাত্র প্রিয়াংশু বিশ্বাস, ফুটবল খেলে সাড়ে চারটে নাগাদ গঙ্গায় বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নামে,এরপর ছবি তোলা এবং স্নান করার পর হঠাৎই এক বন্ধু লক্ষ্য করেন প্রিয়াংশু ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে, এরপর এক বন্ধু তাকে বাঁচাতে গেলে সেও ডুবে যাচ্ছিল,পরে প্রিয়াংশু তাদের সামনেই তলিয়ে যায়, এরপর অনেকে গঙ্গায় খোঁজাখুঁজি করলেও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর ঘটনাস্থলে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। এরপর গঙ্গার ঘাটে এসে প্রিয়াংশুর বাবা কান্নায় ভেঙে পড়েন। বলেন, বন্ধুরা একবার ও কেন বারণ করল না গঙ্গায় নামতে? যদিও এই নিয়ে পর পর উত্তরপাড়ার গঙ্গার ঘাটগুলি থেকে একাধিক জনের ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে যা নিয়ে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ, এরপর গঙ্গার ঘাটে এসে উপস্থিত হন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সারথী গোলদার।

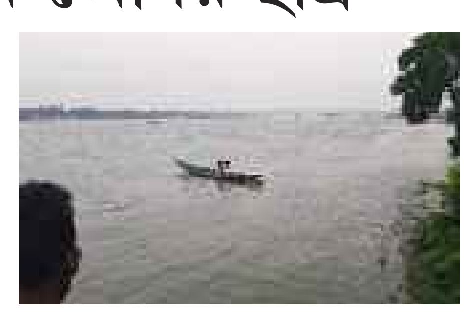

আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে সাফাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে সাফাই অভিযান করা হয়। 'আমাদের নদী আমরা পরিষ্কার করব, আমাদের নদী আমরা নোংরা করব না', এই বার্তাকে সামনে রেখে এদিন এই সাফাই অভিযান চলে।

এই সাফাই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক তুহিন শুভ্র মণ্ডল, সভাপতি অমল বসু, নারায়ণ দত্ত, বিজন সরকার, সঙ্গীত কুমার দেব, অভিজিৎ ঘোষ, প্রদীপ সাহা, ঝন্টু হালদার, প্রীতম সাহা চৌধুরী। আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে জলে ও জলের কাছাকাছি থাকা প্রতিমার কাঠামো, প্রতিমার পোশাক, প্লাস্টিকের কৌটো, ফুল, অন্যান্য সামগ্রী সরিয়ে অন্য জায়গায় রাখা হয়। আশা করা যায় পুরসভার সাফাই কর্মীরা তা নিয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, আত্রেয়ী নদী কেন্দ্রিক সচেতনতা অভিযান শুরু হয় ২০০৬ সালের পর থেকে। ২০১৫ সালে আত্রেয়ী বাঁচাও আন্দোলন এবং নদীর কাছে এসো, নদীকে ভালোবাসো এই কর্মসূচি নিয়মিতই চলে। যাতে নদীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা বাড়ে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক তুহিন শুভ্র মণ্ডল, সভাপতি অমল বসুরা জানান 'একদিনের সাফাইতে নদী চিরতরে পরিষ্কার হবে না। কিন্তু বাসিন্দা হিসাবে আমাদেরও নদীকে ভালো রাখা কর্তব্য। সেই জন্য এই কর্মসূচি। আমরা পুরসভা এবং প্রশাসনের কাছে আবেদন রাখতে চাই করোনা প্রকোপের আগে যেমন আত্রেয়ীর সদর ঘাট সপ্তাহে দুই দিন পরিষ্কার করা হত তেমন আবার শুরু হোক। আগে আমরা সংস্থার পক্ষ থেকে ডাস্টবিন, সচেতনতার বোর্ড দিয়েছিলাম। পুরসভাও দিয়েছিল। আবার সেগুলো দেওয়া হোক'।

শপথের আগে রাজঘাটে গান্ধি, বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মোদির

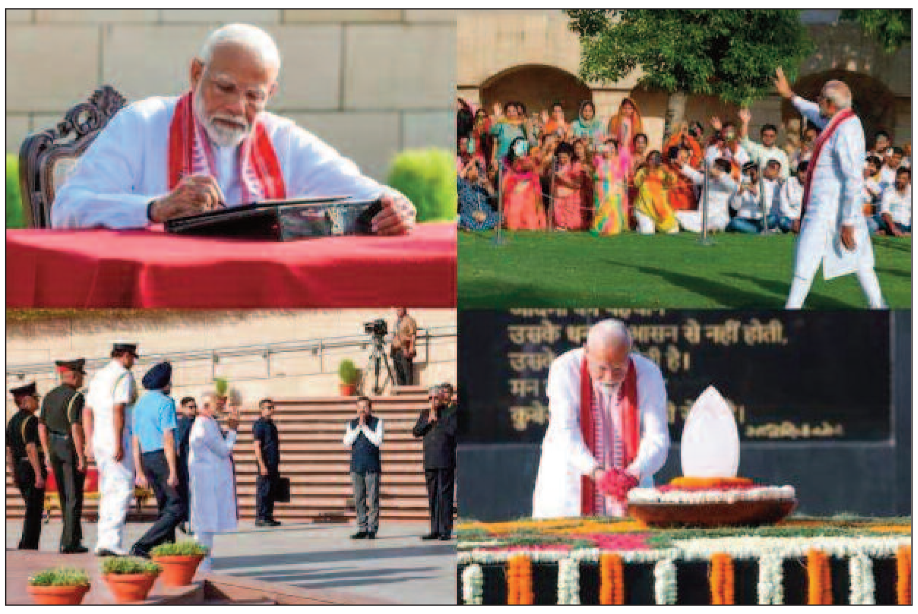

নয়াদিল্লি, ৯ জুন: রবিবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে তৃতীয় বার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের. আগে সকালে নরেন্দ্র মোদি রাজঘাটে যান। মহাত্মা গান্ধির স্মৃতিসৌধের সামনে গিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এ ছাড়াও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সৌধ ‘সদৈব অটলে’র কাছে গিয়েও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে দেখা যায় তাঁকে। গান্ধি এবং বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজধানীর জাতীয় যুদ্ধ স্মারক বা ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালের কাছে গিয়ে পুষ্পস্তবক দেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার সকালে চা চক্রে মোদির সঙ্গে ভাবী মন্ত্রীরা যোগ দেন। করা হয় দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে। সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য রবিবার বিকেল ৩টে থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে রাজধানীর আকাশে। যদিও রোজকার নথিভুক্ত বিমানের ওপর সেই বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হবে না।

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনে ২৯২টি আসনে জিতেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। বিরোধী ‘ইন্ডিয়া’ জোট পেয়েছে ২৩৩টি আসন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে এনডিএ সরকার গড়লেও, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় কিছুটা চাপে রয়েছে বিজেপি। সরকার গঠনের ক্ষেত্রে বিজেপিকে শরিক দলগুলির নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে। এনডিএ শরিকরা মোদিকেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেছে নিয়েছেন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কার্যনির্বাহী হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে বলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মোদির শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় রাজধানীকে। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ের বন্দোবস্ত

হরিয়ানায় গরিবদের বিনামূল্যে বাস পরিষেবা বিজেপি সরকারের

চণ্ডীগড়, ৯ জুন: বিধানসভা ভোট আসন্ন। তার আগে হরিয়ানায় লোকসভায় অপ্রত্যাশিত হারের পর বিজেপি আর কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে এবার সোজা খয়রাতির পথে হাঁটা শুরু করল সেরাজ্যের সরকার। এবার হরিয়ানায় বিনামূল্যে বাস পরিষেবা পাবেন গরিবরা। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে অন্ত্যোদয় পরিবার পরিবহণ যোজনা।

হরিয়ানার বিজেপি সরকার শুক্রবার থেকে রাজ্যে ‘হ্যাপি কার্ড’ বিলি করতে শুরু করেছে। এই হ্যাপি কার্ড হল বিনামূল্যে যাতায়াতের পাস। এই কার্ড থাকলে হরিয়ানাবাসী বছরে এক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত রাস্তা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। তবে সবার জন্য নয়,যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকার কম, তারা এই পরিষেবা পাবেন। প্রাথমিক ভাবে গুরুগ্রাম এবং সংলগ্ন এলাকায় কার্ড বিলি করা শুরু করেছে হরিয়ানা সরকার।

এর আগে কর্নাটকের কংগ্রেস সরকার এবং দিল্লির আপ সরকার এই ধরনের বাস পরিষেবা চালু করেছে শুধু মহিলাদের জন্য। তবে হরিয়ানা সরকার সব নাগরিককেই ওই পরিষেবা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এতদিন এই ধরনের খয়রাতির ব্যাপারে বিজেপি সরকারই বেশি আপত্তি করলেও, এবার নিজেরাই এই একই পথ বেছে নিল।

উল্লেখ্য, মাস চারেকের মধ্যেই হরিয়ানায় বিধানসভা ভোট হতে চলেছে। তার আগে লোকসভায় কংগ্রেসের উত্থানে মোদি ব্রিগেড যে চাপে পড়েছে তা বলাই বাহুল্য। ১০ আসনের মধ্যে ৫ আসনে হারতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, লোকসভায় ভোট শতাংশের নিরিখেও ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে কংগ্রেস। আর তাতেই গেরুয়া শিবির খয়রাতির পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

পণবন্দিদের উদ্ধার করতে প্রাণ হারালেন ইজরায়েল কমান্ডার

জেরুজালেম, ৯ জুন: এখনও গাজায় পণবন্দি বহু ইজরায়েলি। হামাসের কবল থেকে তাঁদের মুক্ত করতে এক বিপজ্জনক মিশনে সামিল আইডিএফ। আর সেই মিশনে প্রাণ হারালেন আর্নন জামোরা। কিন্তু মৃত্যুর আগে ইজরায়েলি সেনাকে হামাসের কবল থেকে বাঁচালেন এই কমান্ডার।

ইজরায়েল প্রশাসনের তরফে এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্টে একথা জানানো হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক যে বিবৃতি পেশ করেছে সেখানে বলা হয়েছে, ‘প্রতিটি উদ্ধারকারী মিশনে ইজরায়েলি পুরুষ ও মহিলারা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নেন। আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি চিফ ইনস্পেক্টর আর্নন জামোরা যিনি কমান্ডার ও ইয়ামামের ট্যাকনিক্যাল অপারেটর, যিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন পণবন্দিদের উদ্ধারকার্যে নেমে, তিনি প্রাণ হারিয়েছেন।’

৩৬ বছরের ওই কমান্ডার রেখে গেলেন স্ত্রী ও দুই সন্তানকে। তাঁর বাবা-মা এখনও জীবিত। গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর বহু হামাস জঙ্গিকে ইজরায়েলে অনুপ্রবেশ করতে বাধা দেন জামোরা। পরবর্তী সময়েও তিনি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। এবার তিনি প্রাণ হারালেন মিশনে যোগ দিয়ে। তবে মিশনটি সফল হয়েছে। চারজন পণবন্দিকে উদ্ধার করেছে ইজরায়েলি সেনা। কিন্তু সাফল্যের মাঝেই কাঁটা হয়ে থেকে গেল জামোরার প্রয়াণ।

এদিকে জানা গিয়েছে, ইজরায়েল ও ইজরায়েলি সেনাকে কালো তালিকাভুক্ত করতে চলেছে রাষ্ট্রসংঘ। যুদ্ধে শিশুদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থতার অভিযোগের কারণেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর উপরে চাপ বেড়েই চলেছে। তাঁর গ্রেপ্তারির সম্ভাবনাও তৈরি হতে দেখা গিয়েছে। এমনকী, নিজের দেশেই প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। বিশেষ করে পণবন্দিদের উদ্ধারে তিনি যথেষ্ট সক্রিয় নন, এই অভিযোগে সোচ্চার পণবন্দিদের পরিবারের সদস্যরা।

রাজনীতি থেকে সরলেন পান্ডিয়ান

কটক, ৯ জুন: লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে বিজেডি হারতেই এবার রাজনীতি ছাড়লেন ওড়িশার রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ভি কার্তিকেয়ান পান্ডিয়ান। তিনি নবীন পট্টনায়েকের ‘ছায়া’সঙ্গী হিসেবে পরিচিত। পান্ডিয়ান বিজেডির বিপর্যয়ের পরই জানিয়ে দিলেন তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন। বিজেডি নেতা-কর্মীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে জানিয়েছেন, ওড়িশা ও জগন্নাথের প্রতি তাঁর হৃদয় চিরকাল উৎসর্গীকৃত থাকবে।

রবিবার দুপুরে একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে এই খবর জানান তিনি। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘ওড়িশায় আসা ইস্তক এখানকার মানুষের বিপুল ভালোবাসা পেয়েছি। আমি চেষ্টা করেছি মানুষের জন্য কাজ করার। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে ১২ বছর আগে কাজে যোগ দিই। ওঁর সঙ্গে কাজ করাটা আমার জন্য সম্মানের বিষয়। যে অভিজ্ঞতা, যে শিক্ষা অর্জন করেছি তাঁর থেকে, তা সারা জীবনের সম্পদ। আমরা দু’জনে মিলে অনেক মাইলফলক পেরিয়েছি।’

সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, ‘আমি আবার বলছি যে আমি রাজনীতিতে এসেছি আমার পরামর্শদাতা নবীন পট্টনায়েককে নির্বাচনের আগে সাহায্য করার জন্য এবং আমার ইচ্ছা ছিল না নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পদ বা ক্ষমতার। সেজন্য আমি প্রার্থীও ছিলাম না, কোনও পদেও ছিলাম না। নবীনবাবুকে সাহায্য করাই ছিল আমার রাজনীতিতে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য। এবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ার।’

প্রসঙ্গত, গোটা দেশে বিজেপি তথা এনডিএর ফল আশানুরূপ না হলেও মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটকের পাশাপাশি ওড়িশাতেও প্রচুর আসন পেয়েছে বিজেপি।

মুম্বই বিমানবন্দরে একই রানওয়েতে দু’টি বিমান

মুম্বই, ৯ জুন: মুম্বই বিমানবন্দরে একই রানওয়েতে দু’টি বিমান চলে আসায় অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল। সেই ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই শিউরে উঠছেন নেটাগরিকরা। যদিও ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করেনি ‘একদিন’ পত্রিকা।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ইন্ডিগোর একটি বিমান অবতরণের সময়ই ওই একই রানওয়ে থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান ছেড়ে যাচ্ছিল। ইন্ডিগোর বিমানটি রানওয়ে ছুঁয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি তখনও রানওয়ে ছেড়ে ওড়েনি। ইন্ডিগোর বিমানটি এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেলেও, তার আগেই রানওয়ে ছেড়ে উড়ে যায় এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান।

এই ঘটনার কী ভাবে ঘটল, তা খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত শুরু করেছে ডিরেক্টরেট অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)। ইন্ডিগোর তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ইন্দোর থেকে মুম্বই আসছিল ৬ই ৬০৫৩ বিমানটি। মুম্বই এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলের তরফে (এটিসি) সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার পরই বিমানটি অবতরণ করে। এই ঘটনা নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে। এমনকি, এই ঘটনার পরই মুম্বই বিমানবন্দরে যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষও খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের ‘ব্ল্যাকলিস্ট’-এর তালিকায় উঠল ইজরায়েলের নাম

জেরুজালেম, ৯ জুন: ‘হাসপাতাল না কসাইখানা?’ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে এমনটাই বলতে বাধ্য হয়েছেন এক চিকিৎসক। তাঁর চারিদিকে পড়ে রক্তাক্ত দেহ। কোথাও হয়তো কেউ বেঁচে; এই আশায় খোঁজ চালাচ্ছেন প্রিয়জনেরা।

নুসেরাত ও দের আল-বালার শিবিরে ‘অভিযান’ চালিয়ে হামাসের হাতে থাকা চার ইজরায়েলি বন্দিকে যখন মুক্ত করতে সফল ইজরায়েল, হামাস পরিচালিত সংবাদমাধ্যম সূত্রে তখন খবর, ওই দুই জায়গায় ইজরায়েলি হানায় নিহত অন্তত ২১০। গুরুতর আহত চারশোরও বেশি। সরকারি হিসাব বলে, এখনও পর্যন্ত গাজায় নিহত হয়েছেন অন্তত সাড়ে ৩৬ হাজার মানুষ। নানা মহলের যদিও আশঙ্কা, হতাহতের সংখ্যা এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। এরই মাঝে, রাষ্ট্রপুঞ্জের ‘ব্ল্যাকলিস্ট’-এর তালিকায় উঠল ইজরায়েলের নাম। মূলত শিশুদের হত্যা ও তাদের উপরে ‘অকল্পনীয়’ অত্যাচার চালানোর অভিযোগে ইজরায়েলকে কালো-তালিকাভুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট। কিছু সূত্রের মতে, কিছুটা একই কারণে এই তালিকায় হামাসের নামও রয়েছে।

মধ্য গাজার নুসেরাতে ও দের আল-বালায় একটি ‘অভিযান’ চালিয়ে হামাসের হাতে থাকা চার বন্দিকে ছাড়িয়ে আনার কথা জানিয়েছে ইজরায়েল। ‘ঐতিহাসিক’ এই ‘অভিযানে উদ্ধার হওয়া সকলেই ‘সুস্থ’ বলে জানিয়েছেন নেতানিয়াহু। এই খবরকে স্বাগত জানিয়েছে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রঁ, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন-সহ অনেকে।

নয়া সর্বভারতীয় সভাপতি কে?

নয়াদিল্লি, ৯ জুন: বিজেপির সভাপতি পদে জেপি নাড্ডার মেয়াদ চলতি মাসেই শেষ হচ্ছে। লোকসভা ভোটের কথা ভেবে সভাপতি পদে নাড্ডার মেয়াদ বাড়ানো হলেও, তাঁর নেতৃত্বে লোকসভায় গদি থাকলেও, মুখরক্ষা হয়নি বিজেপির। ফলে আর তাঁর মেয়াদ বাড়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। হয়তো আগামী মাসেই নতুন সর্বভারতীয় সভাপতির নাম ঘোষণা করবে গেরুয়া শিবির।

আর নতুন সভাপতি হওয়ার দৌড়ে দুটি নাম ভাসছে সাত লোক কল্যাণ মার্গে। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার। লোকসভায় খারাপ ফলের পর শিবরাজকে ভালো পদে আনার কথা ভাবা হচ্ছে। খাট্টার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পুরনো বন্ধু। সেদিক থেকে খাট্টার মোদি-শাহদের ‘ইয়েস ম্যান’। অমিত শাহ এবং মোদি তাঁর পক্ষেই থাকবেন বলে অনুমান। কিন্তু আরএসএসের সম্মতি ছাড়া বিজেপির সভাপতি বাছাই সম্ভব নয়। লোকসভা ভোটের ফলাফলের পরই জেপি নাড্ডার বাড়িতে বৈঠকে বসেছিলেন আরএসএস এবং বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব।

ট্রাকে মোষ নেওয়ার পথে চালক ও সঙ্গীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ

রায়পুর, ৯ জুন: ট্রাকে করে মোষ নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তায় তা আটকে চালক এবং তাঁর সঙ্গীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল ‘গোরক্ষক’দের বিরুদ্ধে। এখানেই শেষ নয়, দু’জনের মৃতদেহ নদীতে ছুড়েও ফেলে দেওয়া হয়। মৃতরা সাহারানপুরের বাসিন্দা। শুক্রবার ২টো থেকে ৩টের মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের আরাঙে। ট্রাকচালকের আরও এক সঙ্গী গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় সূত্রের খবর, গোরু পাচার সন্দেহে ১৫-২০ জনের একটি দল ট্রাকের পিছনে ধাওয়া করে। পাটেয়া থেকে মহাসমুন্দ-আরাং রোড পর্যন্ত ট্রাকটির পিছনে ধাওয়া করে মহানদীর ওপর একটি সেতুতে আটকে ট্রাকে থাকা মোষ উদ্ধার করে। এরপর পাচারের দাবিতে চালক এবং তাঁর দুই সঙ্গীকে ট্রাক থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ট্রাকচালক এবং তাঁর সঙ্গীরা পালানোর চেষ্টা করেও শেষরক্ষা হয়নি।

তিনজনকে টেনে এনে বেধড়ক মারধর করে হামলাকারীরা বলে অভিযোগ। সেই হামলায় গুরুতর আহত হন চালক এবং তাঁর দুই সঙ্গী। হামলাকারীদের নামে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। রাইপুরের পুলিশ সুপার সন্তোষ সিং জানান, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে হামলাকারীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মহানদীর পাড় থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে একজন মারা যান। আর একজনের হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যু দৃশ্যের পোস্টার, কানাডার হিন্দুদের ভয় দেখানোর অভিযোগ খলিস্তানিদের বিরুদ্ধে

ওটায়া, ৯ জুন: ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুদৃশ্যের পোস্টারে ছয়লাপ কানাডার অন্যতম প্রধান শহর ভ্যাঙ্কুভার! ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃতদেহর ছবি দেখিয়ে হিন্দুদের মধ্যে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে খলিস্তানিরা, এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। যদিও বিতর্ক দানা বাঁধতেই মুখ খুলেছে কানাডার প্রশাসন। সেদেশের পাবলিক সেফটি মন্ত্রী ডমিনিক লে ব্লাঁক জানিয়েছেন, কানাডায় কোনওরকম হিংসা বরদাস্ত করা হবে না। কানাডার ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাংসদ চন্দ্র আর্যর অভিযোগ, ভ্যাঙ্কুভারের খলিস্তানিরা এমন একটা পোস্টার প্রচার করছে যেখানে দেখা যাচ্ছে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে ইন্দিরা গান্ধির দেহ। তার সামনে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর দেহরক্ষীরা। সাংসদের দাবি, কানাডায় বসবাসকারী হিন্দুদের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে দিতেই এমনটা করছে খলিস্তানিরা। উল্লেখ্য, কয়েকমাস আগেই খলিস্তানি জঙ্গি নেতা গুরুপতবন্ত সিং পান্নুন হুমকি দিয়েছিলেন, হিন্দুরা যেন কানাডা ছেড়ে ভারতে চলে যান। তার পরেই প্রকাশ্যে এসেছে এই পোস্টার।

ভ্যাঙ্কুভারের মতো শহরে এমন পোস্টার পড়ল কী করে, সেই নিয়ে অবিলম্বে তদন্তের দাবি করেছেন চন্দ্র আর্য। তার পরে কানাডার মন্ত্রী জানান, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির হত্যাদৃশ্য নিয়ে পোস্টার প্রকাশ করার খবর পেয়েছি আমরা। তবে কোনও রকম হিংসাত্মক ঘটনার প্রচার মেনে নেবে না কানাডা। যদিও এই ঘটনার তদন্ত হয়েছে কিনা,কারোওর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা-কিছুই জানা যায়নি।

এই প্রথমবার নয়, ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুকে ‘উদযাপন’ করার অভিযোগ আগেও উঠেছে কানাডায়। দেহরক্ষীদের গুলিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর খুনের ঘটনা নিয়ে গত বছর সেদেশে ট্যাবলো বেরিয়েছিল। হলুদ রঙের খলিস্তানি পতাকা দেওয়া ওই ট্যাবলোতে আরও লেখা ছিল, এটা প্রতিশোধ। উল্লেখ্য, কানাডায় খলিস্তানিদের দাপট নিয়ে একাধিকবার মুখ খুলেছে ভারত। যদিও নয়াদিল্লির এই অভিযোগে কানাডা সেভাবে আমল দেয়নি।

প্যালেস্তিনীয় বন্দিদের মুক্তি-সহ একাধিক দাবি নিয়ে হোয়াইট হাউসে প্রতিবাদ

ওয়াশিংটন, ৯ জুন: দীর্ঘ আট মাস ধরে গাজায় যুদ্ধ চলছে। বেশ কয়েকবার ইজরায়েলের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। সেই অবস্থানের তীব্র প্রতিবাদ করে হোয়াইট হাউসের সামনে ‘অভিযান’ চালালেন অন্তত ৩০ হাজার প্রতিবাদী। শনিবার মার্কিন প্রশাসনের প্রধান ভবনের সামনে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের মতে, রাফায় ইজরায়েলি সেনা অভিযান চালাবে জেনেও বাধা দেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাছাড়াও ‘গণহত্যাকারী’ ইজরায়েলের বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা নেননি তিনি। সেই জন্য আমেরিকার বিরুদ্ধেই শুরু হয়েছে প্রতিবাদ। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, গাজার অবরোধ প্রত্যাহার, প্যালেস্তিনীয় বন্দিদের মুক্তি, প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা-সহ একাধিক দাবি নিয়ে হোয়াইট হাউসের সামনে ভিড় জমান বিরাট জনতা। গাজার আমজনতার যন্ত্রণার প্রতীক হিসাবে লাল পোশাক পরেছিলেন সকলে।

বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল দু’মাইল লম্বা লাল রঙের ব্যানার। গাজায় হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধে হত ৪০ হাজার মানুষের নাম লেখা ছিল সেখানে। স্মোক বম্ব জ্বালিয়ে হোয়াইট হাউসের দিকে ছুড়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। প্রেসিডেন্টের বাসভবনের বাইরে থাকা অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের মূর্তিও বিকৃত করা হয়। সপ্তম মার্কিন প্রেসিডেন্টের মূর্তিতে লেখা হয় ‘ফ্রি গাজা’, ‘বয়কট ইজরায়েলি প্রোডাক্টস’-এর মতো স্লোগান। প্যালেস্টাইনের পতাকাও ছিল অধিকাংশ প্রতিবাদীর হাতে।

তবে বিশাল বিক্ষোভ শুরু হলেও হোয়াইট হাউসের কড়া নিরাপত্তা ভেদ করে ভিতরে যেতে পারেননি প্রতিবাদীরা। যেহেতু আগে থেকেই বড়সড় জমায়েত হবে বলে খবর ছিল, তাই আঁটসাট নিরাপত্তার ব্যবস্থা রেখেছিল মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ। নিরাপত্তার বাড়তি একটি বলয় রাখা হয় হোয়াইট হাউসের বাইরে। ব্যাপক প্রতিবাদের বিষয়ে অবশ্য মার্কিন প্রশাসনের তরফে কিছু জানা যায়নি।

১১৯ রান করেও বিশ্বকাপে ৬ রানে পাকিস্তানকে হারাল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয় ভারতের। প্রথম ব্যাট করে ১১৯ রান তুলেছিল ভারত। সহজ রানের লক্ষ্য পেয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু ম্যাচ জিততে পারেনি। ভারতীয় বোলারদের দাপটে হেরে গেল পাকিস্তান। ১১৩ রানে শেষ হয়ে গেল তাদের ইনিংস।

রবিবার খেলা শুরু হয় দেরিতে। বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘণ্টা পর শুরু হয় ম্যাচ। প্রথম ওভার হওয়ার পরেই আবার বৃষ্টি নামে। কিছু ক্ষণ বন্ধ ছিল খেলা। কিন্তু ম্যাচ শুরু হতেই আউট হয়ে যান বিরাট কোহলি (৩ বলে ৪ রান)। বল পিচে পড়ার পর একটু থমকে আসছিল। বিরাট বুঝতে পারেননি। আগে ব্যাট চালিয়ে দেন। তাতেই নাসিম শাহের বলে আউট হয়ে যান বিরাট।

পরের ওভারেই আউট হয়ে যান রোহিত (১২ বলে ১৩ রান)। তাঁর উইকেট নেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। রোহিতের ক্ষেত্রেও বল থমকে এসেছিল। আগে ব্যাট চালিয়ে ফেলেছিলেন ভারত অধিনায়ক। ১৯ রানের মধ্যে ভারতের অন্যতম সেরা দুই ব্যাটার আউট হয়ে যান। সেই ধাক্কা সামলানোর জন্য নামিয়ে দেওয়া হয় অক্ষর পটেলকে। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ১৮ বলে ২০ রান করেন তিনি। পাওয়ার প্লে-তে দলের ইনিংস ধরার চেষ্টা করছিলেন অক্ষর। উল্টো দিক থেকে মারছিলেন ঋষভ পন্থ।

পন্থ এবং অক্ষরের ব্যাটে ভর করে ৩৯ রান ওঠে জুটিতে। ৫৮ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট হারায় ভারত। নাসিম শাহের বলে বোল্ড হন অক্ষর (১৮ বলে ২০ রান)। সুইং করাচ্ছিলেন নাসিম। কিন্তু অক্ষর আউট হয়ে যান সোজা বলে। বলের লাইন বুঝতে পারেননি। সুইং হবে ভেবে খেলতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান অক্ষর। পাকিস্তানের তিন পেসার তত ক্ষণে বুঝে গিয়েছেন পিচ থেকে সুইং পাওয়া যাচ্ছে। সেটাই কাজে লাগাচ্ছিলেন তাঁরা। আমির যে ভাবে বল সুইং করাচ্ছিলেন তাতে মনেই হচ্ছিল না তিনি অবসর ভেঙে খেলায় ফিরেছেন।

সেই সুইং সামলেও ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন পন্থ। ৩ উইকেট হারিয়ে ৮৯ রান তুলে নিয়েছিল ভারত। কিন্তু সেখান থেকে ১১৯ রানে শেষ হয়ে যায় তারা। সূর্যকুমার যাদব ৮ বলে ৭ রান করেন। স্কুপ করতে গিয়ে মিড অফে ক্যাচ তুলে দেন টি-টোয়েন্টির ক্রমতালিকায় শীর্ষে থাকা ব্যাটার। হ্যারিস রউফের স্লোয়ারে ভুল শট খেলে আউট হলেন সূর্য। আর সেখান থেকেই শুরু ভারতীয় ব্যাটিংয়ের ভেঙে পড়া। পরের ৬ উইকেট চলে গেল মাত্র ৩০ রানে।

শিবম দুবে (৩), হার্দিক পাণ্ড্য (৭) এবং রবীন্দ্র জাডেজা (০) এলেন এবং আউট হলেন। তাঁরা ভারতের ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সাহায্য করতে পারলেন না। পন্থ ৩১ বলে ৪২ রান করেন। তাঁর সেই ইনিংস না থাকলে আরও কম রানে শেষ হয়ে যেত ভারত।

ভারতকে অল্প রানে আটকে রাখার নেপথ্যে অবশ্যই পাকিস্তানের পেসারেরা। তাঁরাই ভারতের ৯ উইকেট তোলেন। একটি রান আউট হয়। নাসিম শাহ এবং হ্যারিস রউফ তিনটি করে উইকেট নেন। দু'টি উইকেট মহম্মদ আমিরের। একটি উইকেট শাহিন শাহ আফ্রিদির। তাঁদের চার জনের সুইং এবং পেস সামলাতে সমস্যা পড়ে যায় ভারত।

হাতে পুঁজি মাত্র ১১৯ রান। তার মধ্যে যশপ্রীত বুমরার প্রথম ওভারে ক্যাচ ফেললেন দুবে। ভারতের হারের শিরোনাম তত ক্ষণে তৈরি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বুমরা, মহম্মদ সিরাজেরা হাল ছাড়তে নারাজ। রোহিতেরা জানতেন পাকিস্তান দলে পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানদের শট নির্বাচন দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কম রানের লক্ষ্য হওয়ার পরেও কেউ ইনিংস ধরার চেষ্টা করলেন না। সেই সুযোগটাই নিলেন ভারতীয় বোলারেরা।

পাকিস্তানের প্রথম উইকেটটি তুলেছিলেন বুমরা। রিজওয়ানকে বোল্ডও করেন তিনি। এই দু'টি উইকেট হারিয়েই চাপে পড়ে যায় পাকিস্তান। কোনও ব্যাটারই ইনিংস শুরু করেও দলকে ভরসা দিতে পারলেন না। এক সময় প্রতি বলে এক রান করলেও জিততে পারত পাকিস্তান। কিন্তু সেটাও করতে পারল না তারা। পরিকল্পনার অভাবেই ডুবতে হল পাকিস্তানকে। বুমরা নিলেন তিন উইকেট। হার্দিক পাণ্ড্য নিলেন ২ উইকেট। একটি করে উইকেট নিলেন আরশদীপ সিংহ এবং অক্ষর পটেল। উইকেট নেওয়ার সঙ্গে রানও আটকে রাখলেন ভারতীয় বোলারেরা।

রোহিতের নেতৃত্বের প্রশংসা করতে হবে। যে ভাবে বোলারদের ব্যবহার করলেন তা ভারতকে ম্যাচ জিততে সাহায্য করল। ১৯তম ওভারে বুমরাকে বল করাতে নিয়ে এলেন তিনি। দলের সেরা ব্যাটারকে শেষ ওভারের জন্য না রেখে ১৯তম ওভারে আনা কাজে লাগে। সেই ওভারে বুমরা মাত্র ৩ রান দিয়ে একটি উইকেট তুলে নেন। ভারতকে জয়ের রাস্তা দেখান তিনিই। বাকি কাজটা করেন আরশদীপ। শেষ ওভারে পাকিস্তানের জয়ের জন্য দরকার ছিল ১৮ রান। বাঁহাতি পেসার ১১ রানের বেশি দেননি।

উগান্ডাকে নিয়ে ছেলেখেলা করে রেকর্ড ছুঁয়ে জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের

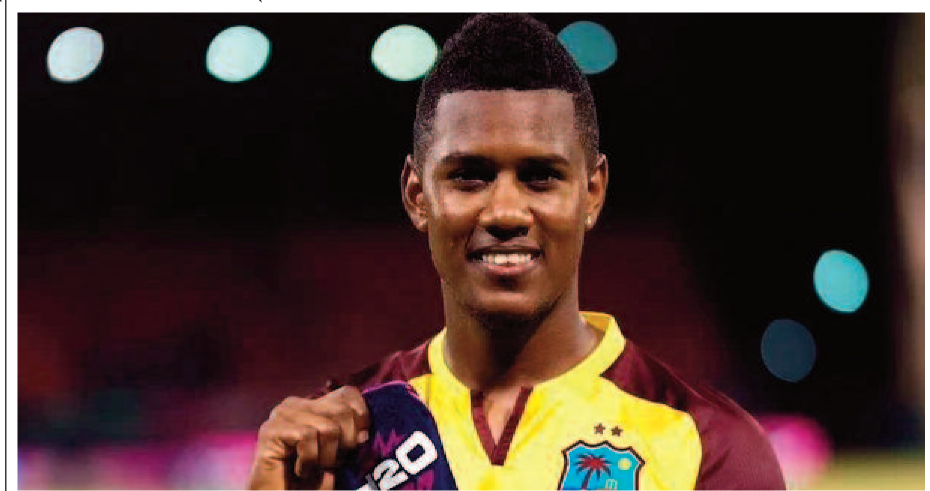

নিজস্ব প্রতিনিধি: উগান্ডার স্বপ্নের মুহূর্ত বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না! গত ম্যাচেই পাপুয়া নিউগিনিকে হারিয়ে বিশ্বকাপে প্রথম জয় পেয়েছিল দলটি। দুই দিন পর কঠিন বাস্তবতা টের পেল তারা। আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সামনে পড়ে ভুলে যাওয়ার মতো একটি রেকর্ড গড়েছে উগান্ডা।

গায়ানায় প্রোভিডেন্স স্টেডিয়ামে ১৭৪ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে উগান্ডা গুটিয়ে গেছে মাত্র ৩৯ রানে, যা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোনো দলের যৌথভাবে সর্বনিম্ন সংগ্রহ। এর আগে এই তালিকায় একাই শীর্ষে ছিল নেদারল্যান্ডস। ২০১৪ সালে চট্টগ্রামে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩৯ রানে অলআউট হয়েছিল ডাচরা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছে ১৩৪ রানে। এটি বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের জয়। সবচেয়ে বেশি রানের জয়টি শ্রীলঙ্কার। ২০০৭ বিশ্বকাপে কেনিয়াকে ১৭২ রানে হারিয়েছিল তারা।

উগান্ডাকে নিয়ে মূলত ছেলেখেলা করেছেন স্পিনার আকিল হোসেন। বাঁহাতি এই স্পিনার টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথমবার পেয়েছেন ৫ উইকেট। ৪ ওভারে মাত্র ১১ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন আকিল। টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোনো বোলারের প্রথম ৫ উইকেট।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটি ষষ্ঠ সেরা বোলিং ফিগার। আকিল ইনিংসের প্রথম ৭ ওভারের মধ্যেই ৫ উইকেট পেয়েছেন। তাঁর স্টাম্প বরাবর করা বলগুলোর কোনো উত্তর ছিল না উগান্ডার ব্যাটসম্যানদের কাছে। তাঁর ৫টি উইকেটের ৩টি এলবিডব্লিউ, ২টি বোল্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাকি বোলাররা আকিলকে শুধু সঙ্গ দিয়েছেন। রোমারিও শেফার্ড, আন্দ্রে রাসেল, গুড়াকেশ মোতি একটি করে উইকেট নিয়েছেন। আলজারি জোসেফ নিয়েছেন ২ উইকেট।

এর আগে টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ভালো শুরু এনে দেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ওপেনার। ব্রেন্ডন কিং ও জনসন চার্লস গড়েন ২৭ বলে ৪১ রানের জুটি। কিং করেন ৮ বলে ১৩ রান। চার্লস করেছেন ৪২ বলে ৪৪। ব্যাটিং অনুশীলনটা ভালোই করেছেন নিকোলাস পুরান-রাসেলরা। পুরান করেছেন ১৭ বলে ২২ রান, অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল ১৮ বলে ২৩। রাসেল অপরাজিত ছিলেন ১৭ বলে ৩০ রানে।

এ নিয়ে বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম দুটি ম্যাচেই জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এর আগে তারা জিতেছিল পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে। যদিও এরপরও তারা গ্রুপ সির শীর্ষ দল নয়। দুই জয় আর তাদের চেয়ে ভালো রানরেট নিয়ে শীর্ষে আছে আফগানিস্তান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০ ওভারে ১৭৩/৫ (চার্লস ৪৪, রাসেল ৩০, পাওয়েল ২৩, রাদারফোর্ড ২২, কিং ১৩; মাসাবা ৪-০-৩১-২, রামজানি ৩-০-১৬-১, নাকরানি ৩-০-২০-১, কিয়েউতা ৪-০-৪২-১)।

উগান্ডা ১২ ওভারে ৩৯/১০ (জুমা মিয়াজি ১৩*, ওবুয়া ৬; আকিল ৪-০-১১-৫, শেফার্ড ২-০-৯-১, রাসেল ১-০-৪-১, জোসেফ ৩-০-৬-২, মোতি ২-০-৬-১)।

ফল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৩৪ রানে জয়ী। ম্যাচসেরা আকিল হোসেন।

ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার দুইয়ে দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুই সপ্তাহ আগে শেষ হওয়া আইপিএলে দুই শ রান দেখা গেছে নিয়মিত। প্রতিপক্ষ দল তাড়াও করেছে বেশ কয়েকবার।

কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শুরু থেকেই রানখরা। অবশেষে আজ ১৭তম ম্যাচে দেখা মিলল দুই শ রানের। ব্রিজটাউনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া তুলেছে ৭ উইকেটে ২০১ রান। যে রান তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ডের ইনিংস আটকে গেছে ৬ উইকেটে ১৬৫-তে। ৩৬ রানে ম্যাচ জিতে সুপার এইটের পথে একধাপ এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। দুই ম্যাচের দুটিতেই জিতে দলটির পয়েন্ট ৪। তিন পয়েন্ট নিয়ে এখন গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে স্কটল্যান্ড। আর ইংল্যান্ডের সম্বল অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের আগে স্কটিশদের সঙ্গে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে পাওয়া এক পয়েন্ট। কেনসিংটন ওভালের ম্যাচটিতে ২০১ রান তাড়ায় ইংল্যান্ডের শুরুটা বেশ ভালোই ছিল। ফিল সল্ট ও জস বাটলার উদ্বোধনী জুটিতে ৭ ওভারে তুলে ফেলেন ৭৩ রান। কিন্তু অ্যাডাম জাম্পা বোলিংয়ে আসতেই খেলার মোড় ঘুরতে শুরু করে।নিজের প্রথম বলেই ২৩ বলে ৩৭ রান করা সল্টকে বোল্ড করেন জাম্পা। পরের ওভারে ফেরান ২৮ বলে ৪২ রান করা বাটলারকে। দুই ওপেনারের বিদায়ে রানের গতি কমে আসে ইংল্যান্ডের। হারাতে থাকে উইকেটও। মাঝে মঈন আলী গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের এক ওভারে তিন ছক্কা মেরে আশা জাগালেও এরপর বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ১৫ বলে ২৫ রান করে আউট হন প্যাট কামিন্সের বলে। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের শুরুটাও ভালো ছিল। ট্রাভিস হেড ও ডেভিড ওয়ার্নার মিলে ৫ ওভারের মধ্যেই তুলে ফেলেন ৭০ রান। ১৬ বলের ইনিংসে ৪ ছয় ২ চারে ৩৯ রান করেন ওয়ার্নার। হেড খেলেন ৩ ছক্কা ২ চারে ১৮ বলে ৩৪ রানের ইনিংস। এ দুজনের সৌজন্যে পাওয়ারপ্লেতে ২ উইকেটে ৭৪ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া, যা এবারের আসরে প্রথম ছয় ওভারে সর্বোচ্চ। দুই ওপেনারের রানের গতি বজায় থাকে মিচেল মার্শ ও ম্যাক্সওয়েল ও স্টয়নিসের ব্যাটেও। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কোনো ফিফটি ছাড়াই অস্ট্রেলিয়া তোলে এবারের সর্বোচ্চ ২০১ রান, ছাড়িয়ে যায় কানাডার বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৭ রানকে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া ২০ ওভারে ২০১/৭ (হেড ৩৪, ওয়ার্নার ৩৯, মার্শ ৩৫, ম্যাক্সওয়েল ২৮, স্টয়নিস ৩০, ডেভিড ১১, ওয়েড ১৭*, কামিন্স ০, স্টার্ক ০*; মঈন ২-০-১৮-০, জ্যাকস ১-০-২২-০, আর্চার ৪-০-২৮-১, উড ৩-০-৩২-০, আদিল ৪-০-৪১-১, জর্ডান ৪-০-৪৪-২, লিভিংস্টোন ২-০-১৫-১)।

ইংল্যান্ড ২০ ওভারে ১৬৫/৬ (সল্ট ৩৭, বাটলার ৪২, জ্যাকস ১০, বেয়ারস্টো ৭, মঈন ২৫, ব্রুক, লিভিংস্টোন ; স্টার্ক ৩-০-৩৭-০, হ্যাজলউড ৪-০-২৮-১, কামিন্স ৪-০-২৩-২, স্টয়নিস ৩-০-২৪-১, জাম্পা ৪-০-২৮-২, ম্যাক্সওয়েল ২-০-২২-০)।

সুনীলের অবসরের পর নতুন অধিনায়ক পেল ভারত, কাতারের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন গুরপ্রীত

নিজস্ব প্রতিনিধি: কুয়েতের বিরুদ্ধে খেলার পরেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন সুনীল ছেত্রী। এত দিন তিনিই ছিলেন জাতীয় দলের অধিনায়ক। ফলে কাতারের বিরুদ্ধে নতুন অধিনায়ক বেছে নিতে হত।

সেই দায়িত্ব দেওয়া হল গুরপ্রীত সিংহ সান্ধুকে। তিনিই কাতারের বিরুদ্ধে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন। তবে পাকাপাকি ভাবে অধিনায়ক করা হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

শনিবার রাতের দিকে দোহায় পৌঁছেছে ভারত। ২৩ সদস্যের দল উড়ে গিয়েছে। ডিফেন্ডার অমেয় রানাওয়াড়ে, লালচুংনুঙ্গা এবং শুভাশিস বসু দলের সঙ্গে যাননি। বাবার অসুস্থতার জন্য নাম প্রত্যাহার করেছেন শুভাশিস।

বাকি দুই ডিফেন্ডারকে না নিয়ে যাওয়ার কারণ হিসাবে কোচ ইগর স্তিমাচ বলেছেন, ওদের দু'জনকে দলে রাখতে পারলে খুশি হতাম। ওদের খেলার বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করেছি।

দল থেকে ছেড়ে দেওয়ার আগে অনেক আলোচনা হয়েছে। ওরা জানে পরের মরসুমে দলে ফেরার আগে কোন কোন জায়গায় উন্নতি করতে হবে। ওদের কাছে অনেক সময় রয়েছে নিজেদের খেলার উন্নতি করার।

সুনীলের অবসরের পর দেশের হয়ে ৭২ ম্যাচ খেলা গুরপ্রীতকে নেতা বাছতে কোনও অসুবিধাই হয়নি বলে জানিয়েছেন স্তিমাচ। দলের মধ্যে তিনিই এখন সবচেয়ে অভিজ্ঞ। স্তিমাচ বলেছেন, সুনীলের পাশাপাশি গুরপ্রীত এবং সন্দেশ জিঙ্ঘনই আমাদের অধিনায়ক ছিল গত পাঁচ বছরে। তাই এই মুহূর্তে নেতৃত্বের দায়িত্ব ওরই প্রাপ্য।

পাটুলিতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব ১৩, ১০০ বল- ১০০ পয়েন্টের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে উপস্থিত ক্রিকেটার শিবশংকর পাল, অভিষেক পোড়েল, করণ লাল ও পৌর প্রতিনিধি বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত।

পেলের রেকর্ড ছুঁয়েছেন এনড্রিক, পেলেকে কি ছাড়িয়ে যেতে পারবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২২ সালের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নেওয়ার পর তলানিতে নেমে গিয়েছিল ব্রাজিলের ফুটবল। একদিকে চলছিল কোচ নিয়ে টানাপোড়েন আর অন্য দিকে মাঠের পারফরম্যান্সে দেখা যাচ্ছিল ভয়াবহ অবনমন। নিজেদের ফুটবল ঐতিহ্যও যেন হারিয়ে বসেছিল তারা। একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল, ব্যর্থতায় হাবুডুবু খেতে থাকা দলটি অন্ধকার এই টানেল থেকে বোধহয় আর বেরোতেই পারবে না।

কিন্তু দলটির নাম ব্রাজিল আর ফুটবল তাদের আত্মপরিচয়ের অংশও বটে। খুব বেশি দিন পড়ে পড়ে মার খাওয়ার অভ্যাসও যে তাদের নেই। ফলে ঝিনুকের মতো ভেতরে বিষের বালি নিয়ে মুক্তো ফলানোর স্বপ্নটা ঠিকই দেখে যাচ্ছিল ব্রাজিলিয়ানরা। দরিভাল জুনিয়রের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়ানোর সেই স্বপ্নটাই যেন এখন ডানা মেলছে। আর যাঁদের কাঁধে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখাচ্ছেন দরিভাল, তাঁদের অন্যতম এনড্রিক। কিছু দিন আগেও যাঁকে বলা হচ্ছিল 'বিস্ময়বালক', তিনিই যেন এখন ব্রাজিলের ফুটবলের বর্তমান, যাঁর পায়ে ঝিমিয়ে পড়া ব্রাজিলের ফুটবল আবার তারুণ্যের উদ্দীপনায় জেগে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

দরিভালের অধীন এখন পর্যন্ত মাত্র তিন ম্যাচ খেলেছে ব্রাজিল। তিনটি ম্যাচেই এনড্রিক খেলেছেন বদলি হিসেবে। সব মিলিয়ে মাত্র ৯৩ মিনিটে মাঠে ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় থাকা এ তরুণ। অর্থাৎ সব মিলিয়ে মাত্র একটি ম্যাচের সময় মাঠে থাকার সুযোগ পেয়েছেন ১৭ বছর বয়সী এই ফুটবলার। আর এ সময়ের মধ্যেই তিনি করেছেন তিন গোল, যার সর্বশেষটি করেছেন আজ মেক্সিকোর বিপক্ষে। এর আগে ইংল্যান্ড ও স্পেনের বিপক্ষে গোল করেই ফুটবল সম্রাট পেলের একটি রেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন এনড্রিক। পেলের পর এনড্রিকই ছিলেন একমাত্র ফুটবলার, যিনি ১৮ বছর হওয়ার আগেই পরপর দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল করেন।

তিন বিশ্বকাপজয়ী পেলে এই কীর্তি গড়েছিলেন ১৯৫৭ সালে। সে সময় আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ের বিপক্ষে পরপর দুই ম্যাচে গোল করেছিলেন তিনবার বিশ্বকাপজয়ী এ মহাতারকা। পেলে অবশ্য এই মাইলফলক গড়েছিলেন মাত্র ১৬ বছর বয়সে। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৮ বিশ্বকাপে ১৭ বছর বয়সে টানা তিন ম্যাচে ওয়েলস (কোয়ার্টার ফাইনাল), ফ্রান্স (সেমিফাইনাল) এবং সুইডেনের (ফাইনাল) বিপক্ষে গোল করেছিলেন পেলে। সেই তিন ম্যাচে ফুটবল,রাজা গোল করেছিলেন ৬টি।

দরিভালের অধীন এখন পর্যন্ত মাত্র তিন ম্যাচ খেলেছে ব্রাজিল। তিনটি ম্যাচেই এনড্রিক খেলেছেন বদলি হিসেবে। সব মিলিয়ে মাত্র ৯৩ মিনিটে মাঠে ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় থাকা এ তরুণ। অর্থাৎ সব মিলিয়ে মাত্র একটি ম্যাচের সময় মাঠে থাকার সুযোগ পেয়েছেন ১৭ বছর বয়সী এই ফুটবলার। আর এ সময়ের মধ্যেই তিনি করেছেন তিন গোল, যার সর্বশেষটি করেছেন আজ মেক্সিকোর বিপক্ষে। এর আগে ইংল্যান্ড ও স্পেনের বিপক্ষে গোল করেই ফুটবল সম্রাট পেলের একটি রেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন এনড্রিক। পেলের পর এনড্রিকই ছিলেন একমাত্র ফুটবলার, যিনি ১৮ বছর হওয়ার আগেই পরপর দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল করেন।

তিন বিশ্বকাপজয়ী পেলে এই কীর্তি গড়েছিলেন ১৯৫৭ সালে। সে সময় আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ের বিপক্ষে পরপর দুই ম্যাচে গোল করেছিলেন তিনবার বিশ্বকাপজয়ী এ মহাতারকা। পেলে অবশ্য এই মাইলফলক গড়েছিলেন মাত্র ১৬ বছর বয়সে। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৮ বিশ্বকাপে ১৭ বছর বয়সে টানা তিন ম্যাচে ওয়েলস (কোয়ার্টার ফাইনাল), ফ্রান্স (সেমিফাইনাল) এবং সুইডেনের (ফাইনাল) বিপক্ষে গোল করেছিলেন পেলে। সেই তিন ম্যাচে ফুটবল,রাজা গোল করেছিলেন ৬টি।

ব্রাজিল দলে স্ট্রাইকার হিসেবেই খেলছেন এনড্রিক, গোল করাটাই তো তাঁর কাজ। কিন্তু ম্যাচের যে পরিস্থিতি ও সময়ে তিনি দলকে গোল এনে দিচ্ছেন, সেটিই এনড্রিককে করে তুলেছে অনন্য। আজ মেক্সিকোর বিপক্ষে ম্যাচের কথাই ধরা যাক। ম্যাচে দুই গোলে

এগিয়ে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সমতায় ছিল ব্রাজিল। মনে হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত ড্র নিয়েই হয়তো মাঠ ছাড়তে হবে। কিন্তু এনড্রিক হাল ছাড়েননি, ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের অসাধারণ এক ক্রসকে হেডে জালে জড়িয়ে ঠিকই দলকে এনে দিয়েছেন কাঙ্ক্ষিত জয়।

এর আগে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে মাত্র ১৯ মিনিটের জন্য মাঠে নেমে পার্থক্য গড়ে দিয়েছিলেন এনড্রিক। সেদিন ৮০ মিনিটে ব্রাজিলের জয়সূচক গোলটি এসেছিল এনড্রিকের কাছ থেকে। এরপর স্পেনের বিপক্ষে শুরুতেই ২,০ গোলে পিছিয়ে পড়েছিল ব্রাজিল। বিরতির পর এনড্রিক মাঠে নামতেই বদলে যায় ম্যাচের চিত্র। ৫০ মিনিটে তাঁর গোলেই সমতায় ফেরে 'সেলেসাও'রা। ইংরেজিতে 'মেন্টালিটি মনস্টার' বলে একটি কথা আছে। যেকোনো পরিস্থিতিতে হাল না ছাড়ার মানসকিতাকে বোঝাতে এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। এনড্রিক যেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে সেই মানসিকতাকেই নতুন করে ফিরিয়ে এনেছেন। জাগিয়ে দিচ্ছেন ঝিমিয়ে পড়া এক ফুটবল, শক্তিকে।

অথচ ৫ ফুট ৮ ইঞ্চির এই এনড্রিককেই নাকি উচ্চতার জন্য অনেকে স্ট্রাইকার হিসেবে মেনে নিতে পারছিলেন না। টানা তিন ম্যাচে গোল করে ইতিহাস গড়ার পর এনড্রিক বলেছেন, 'লোকে বলে, আমি নম্বর নাইন (স্ট্রাইকার) হওয়ার জন্য নাকি খুব খাটো। কিন্তু খাটো হওয়া কোনো ব্যাপার নয়। এটা হচ্ছে পজিশনিংয়ের ব্যাপার। আর সৃষ্টিকর্তা আমাকে সেই জায়গাটিতে রেখেছেন। আমি সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিতে চাই; কারণ, তিনিই সম্মান ও অর্জনের মালিক।'

এই ম্যাচে ম্যাচসেরার পুরস্কারও উঠেছে এনড্রিকের হাতে। কিন্তু বয়সের তুলনায় খেলার মতো মানসিকতাতেও যেন অনেক বেশি পরিপক্ব তাগুয়াতিঙ্গাতে জন্ম নেওয়া এ স্ট্রাইকার। ম্যাচসেরার পুরস্কার হাতে নিয়ে এনড্রিক বলেছেন, 'এই দলে শুধু আমিই খেলি না। এই ট্রফিও শুধু আমার একার নয়। আমি একাই এটি জিতিনি। আমি দলকে ধন্যবাদ দিতে চাই।

দরিভাল অসাধারণ কাজ করছেন। আমরা ভালোভাবে অনুশীলন করেছি। আমরা আরও পরিশ্রম করব। কারণ, আমাদের লক্ষ্য কোপা আমেরিকা। দেখা যাক কী হয়। আমি আশা করি, আমরা ব্রাজিলিয়ানদের সমর্থন নিয়ে কোপা আমেরিকা জিততে পারব।' ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করে আরও একটি দিক থেকে ব্রাজিল সমর্থকদের স্বস্তি দিচ্ছেন এনড্রিক। দীর্ঘ সময় পর একজন প্রকৃত গোল স্কোরারের সন্ধানও যেন পেল ব্রাজিল। তবে এনড্রিকের পথচলাটা তো কেবলই শুরু হলো। শুরুতে যে স্ফুলিঙ্গের ছটা তিনি দেখিয়েছেন, সেটাকে আরও উজ্জ্বল আলোয় রূপ দিতে পারেন কি না, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**